খসড়া

KHASRA

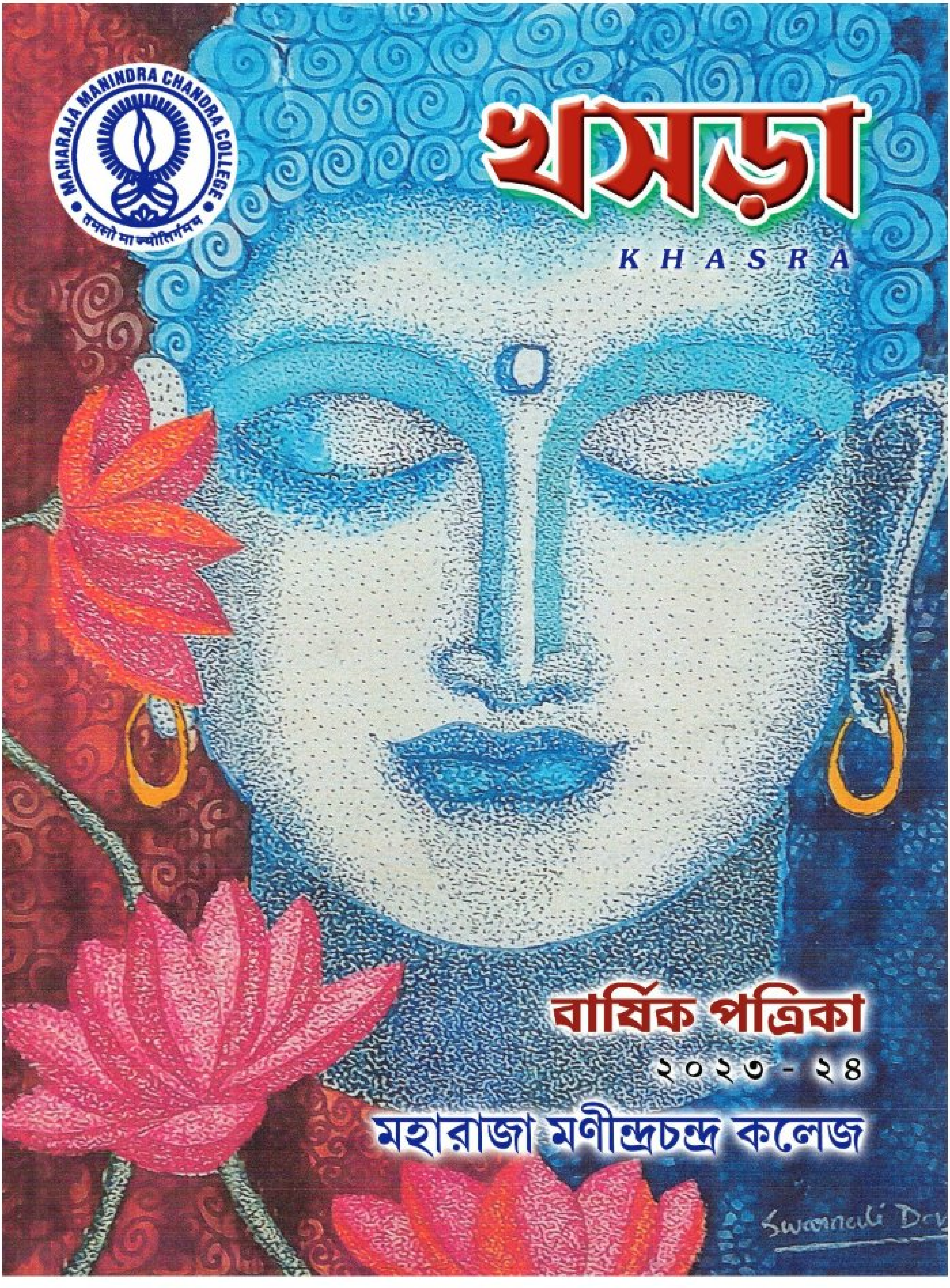

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩ - ২৪

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

খসড়া

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩ - ২৪

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

২০, রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০০৩

ঋসড়া
বার্ষিক পত্রিকা
২০২৩-২০২৪

• সম্পাদকমণ্ডলী •

ড. রূপা বল
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

ড. দোলা পাহাড়ী
সহযোগী অধ্যাপিকা, রসায়ন বিভাগ

বিশ্বজিৎ প্রসাদ
সহকারী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

ড. সৈকত রায়
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ড. চণ্ডীচরণ মুড়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রীমতী শাশ্বতী চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

• আঙ্গিক বিন্যাস •

ড. রূপা বল

• প্রচ্ছদ •

স্বর্ণালী দে
তানিয়া ঘোষ

• মুদ্রক •

জেপিএস ইনফোমিডিয়া
কলকাতা - ৭০০০৪৬

অধ্যক্ষের কলমে

২০২৩-২০২৪-এর ছাত্র ছাত্রীদের নিজস্ব বার্ষিক পত্রিকা 'খসড়া' প্রকাশিত হতে চলেছে। এবছরের গোড়ায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই খড়সা-র প্রকাশনার প্রস্তুতি নজরে এসেছে। এ ব্যাপারে 'খসড়া' প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক অধাপিকাদের উৎসাহ এবং বিশেষ করে আহ্বায়ক ড. রূপা বলের সুচারু নেতৃত্ব বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

অতিমারী আমাদের জীবনযাত্রাকে একসময় স্তব্ধ করে দিয়েছে নানাভাবে। সে সময় উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা সত্বেও কিছু কিছু বিষয়কে আমাদের এড়িয়ে যেতে হয়েছিল। 'খসড়া'ও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪, একটি দীর্ঘ সময় আমাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আজ ২৪-এর শেষপ্রান্তে এসে ২৩-২৪ সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।

যে কোন পত্রিকার গুণমান বিচারের অধিকার সবসময় পাঠকের। আমাদের অধ্যাপক- অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এবং আঁকায় সমৃদ্ধ এবছরের 'খসড়া' আশাকরি অন্যান্য বছরের মতই সকলের মনে জায়গা করে নেবে। ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলি এতটাই মনোগ্রাহী হয়েছে যে কমিটির সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে দুটি ছবিকে যথাক্রমে প্রচ্ছদে এবং শেষপৃষ্ঠায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। যেসব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের লেখা ও আঁকায় এই পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। নানা বিষয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে প্রতিভা আমাদের মুগ্ধ করেছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম নয়। আগামীতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক- অধ্যাপিকা এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাদের পত্রিকা আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত আঙ্গিকে ধরা দেবে এই শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানলাম।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়		৫
পরিযায়ী (২০২৩)	সন্দীপ ঘোষ	৭
প্রিয় বসন্ত	সুব্রত দত্ত	৭
যারা শিউলি হয়	উদিষা দে	৮
ভালোবাসার শহর	শ্রেয়া চক্রবর্তী	৮
অথচ আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিলো	বুবাই চক্রবর্তী	৯
প্রহসন	সুব্রত দত্ত	৯
রাষ্ট্রের কান্না	সুব্রত দত্ত	১০
নারী	রাজিব বণিক	১০
সৌমিত্র, তোমাকে....	অনিন্দ্য সরকার	১১
বিষণ্ণ মন	রাহুল বসাক	১১
বন্ধু ছেড়ে যেয়ো না	ব্রততী মুখার্জী	১২
স্বাধীনতার আসল মানে	অর্পিতা নস্কর	১৪
এঁরা কারা? (বাবা)	রানা পাত্র	১৬
ঘুম	তমসা ঘোষ	১৬
সম্ভাবনা	সুব্রত দত্ত	১৭
সমর	সুব্রত দত্ত	১৭
আমায় ডেকো না	ঊর্মি ভট্টাচার্য্য	১৮
কেউ কোথাও ভালো নেই!!!	ঈশানি রয়	১৯
রজনীগন্ধা	সপ্তদীপ চক্রবর্তী	২০
স্মৃতি রোমন্থন	রানা পাত্র	২৬
উদয়ন স্মৃতি আশ্রম	বুবাই চক্রবর্তী	২৭
অন্ধকার	বিসান কুমার ব্রহ্মা	২৯
পুনর্মিলন	রানা পাত্র	৩১
আমার কলেজ জীবন	সুশ্রীতা দে	৩৩
Saccharine Trance	Arya Bhattacharya	৩৪
Malignant August	Arya Bhattacharya	৩৪
Relevance of Swami Vivekananda's Thought for Youth Today	Arnab Das	৩৫

সূচীপত্র

• यदि आ सको तो	डॉ सुमिता चट्टोराज	৩৭
• आँखें	जुही प्रजापति	৩৭
• सेहल कंवर	कुन्दन कुमार ठाकुर	৩৭
• कलयुग का नशा	संजना कुमारी	৩৭
• एक और प्रयास	सुमीत शर्मा	৩৮
• आजादी	राखी भौमिक	৩৮
• सांसारिक मोह	पूजा कुमारी साव	৩৯
• संस्कार	खुशी शाव	৪০
• स्त्री बोध	श्रेया सिंह	৪০

সম্পাদকীয়

"হে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু,
আমি ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দু।।
তোমার শীতল অতলে ফেলো গো গ্রাসি,
তার পরে সব নীরব শান্তি রাশি —
তার পরে শুধু বিস্মৃতি আর ক্ষমা —
শুধাব না আর কখন আসিবে অমা,
কখন গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু।।"

— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরুর ইতিবাচকতাকে আশ্রয় করে গৌরচন্দ্রিকায় প্রবৃত্ত হলাম। কেননা ইতিবাচকতা সমাজ তথা জীবনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

ঋতুর প্রতিটা উৎসব যেন কালের স্রোতে বয়ে চলেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত প্রতিটা মন যেন নিরন্তর নবপল্লবিত বসন্তকে আহ্বান করে চলেছে। অধিকাংশ মনই যেন সর্বদা সৃজনশীলতাকে আলিঙ্গন করতে চায়। এই চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণতি দিতে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-পত্রিকা (Students' Magazine) 'খসড়া' মুক্তি পেতে চলেছে।

আমাদের অর্থাৎ মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হল পরম শান্তিপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসীম অনন্ত বিশ্বেশ্বর বা পরমেশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার একান্ত আর্তি। এই রূপরসাত্মক জগতের প্রতি আমাদের বহির্মুখী মন নিরন্তর যে রসে মজে থাকে তাতে সাময়িক আনন্দ আমাদের সকলের মনে অনুভূত হলেও আমাদের অন্তরাত্মা মাঝে মাঝে কোথাও যেন এক শূন্যতা অনুভব করে। সেই শূন্যতাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র 'শিল্প চেতনা'। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, এই শিল্প বিভিন্ন প্রকার হতে পারে— তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'চারুশিল্প' ও 'কারুশিল্প'। বস্তুত: মানব মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম— লেখনী, অঙ্কন, সঙ্গীত ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সুকুমার বৃত্তি রোমন্থনে সৃষ্ট শিল্প। ভাস্কর্য, কাব্য, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ইত্যাদি হল চারুশিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত। আবার দক্ষতা ও ইচ্ছাশক্তির থেকে সৃষ্ট হয়েছে কারুশিল্প। এই কারুশিল্প আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটায়। যেমন— বেতের তৈরী ঝুড়ি, পাখা ইত্যাদি।

এই শিল্প চেতনা যখন মানুষের মনের গভীর অনুভূতিতে ধরা দেয় তখন তা জীবন সাধনার সাথে একাত্ম হয়ে যায় যা আমাদের পরম শান্তি প্রদানে সক্ষম হয়ে ওঠে। শিল্প চেতনা তথা জীবন সাধনা আবার আধ্যাত্মসাধনার সাথে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে উঠে। শিল্প চেতনা তথা জীবন সাধনা থেকে আধ্যাত্মচেতনায় উত্তরণে আমাদের প্রথমে রূপরসাত্মক জগতের আশ্রয় নিতে হবে। কেননা, বাহ্যিক জগতের সৌন্দর্য অবলোকনের দ্বারা অর্থাৎ সসীম সৌন্দর্যময় জগতের অনুভূতির মধ্য দিয়েই আমাদের অসীম অনুভূতির পথে অগ্রসর হতে হবে।

আমরা জানি যে দৃশ্য বা অদৃশ্য কোন ভাবরূপ শিল্পীর চিত্তরসে নবরূপায়িত হয়ে যে স্থিতিশীল রূপে প্রকাশিত হয় তাই শিল্পকলা বা 'শিল্প'। যে ব্যক্তি শিল্পের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সেই ব্যক্তিই হলেন 'শিল্পী'। শিল্পী মাত্রই রূপবিলাসী। শিল্পের প্রকৃতি নির্ভর করে 'ধারণা' (Concept) ও দর্শনের উপর। বস্তুত: শিল্পীর অন্যতম উদ্দেশ্য হল বাহিরকে আপন অন্তরে বন্দী করা এবং নিজের অন্তরকে বাহির করা। এই কারণে শিল্পের সাথে মনের সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। যা অদৃশ্য ও অনধিগম্য শিল্প তাকে দৃশ্যমান ও অধিগম্য করে তোলে। শিল্প হল এমন কিছু যা ক্ষণস্থায়ী জীবনের চঞ্চল স্রোতকে

ক্ষণ সৌন্দর্যের মাঝে বন্দী করে স্থিতিশীলতা দান করে। কারণ,জীবনে থাকে চঞ্চলতা আর শিল্পে থাকে স্থিতি। শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হল এমন যা চিরস্থায়ী— কালের নিয়মে জীবন শেষ হয়ে যায় কিন্তু শিল্প এই সসীম জীবনের ক্ষণসৌন্দর্যকে শান্ত ও শ্রী দান করে চিরদিনের করে রাখে।

দ্রষ্টা যখন কোন রূপসৌন্দর্যকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গ্রহণ করে তখনই আকার (form) প্রাপ্ত হয়। শিল্পী যে আপন অনুভূতি অন্তরে একান্তভাবে গ্রহণ করেন সেই আপন অনুভূতিকে অন্তরের বাইরে স্থিতি বা সত্তা প্রদান করে থাকেন। কেননা, এই অনুভূতিগুলি একান্তই তার ব্যক্তিগত নয় বরং এর একটি সার্বজনীনতা (Universality) আবশ্যক। এক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির সঞ্চারণই হল সীমা (limit), আর তাকে মানবের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই হল অসীমতা (Eternity)। আর এই অসীমতা কবিগুরুর লেখনীতে ধরা দিয়েছে এভাবে —

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর —
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।"

ক্ষুদে শিল্পীদের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর শিল্পীতে উত্তরণের সোপান স্বরূপ দীর্ঘ প্রত্যাশিত 'খসড়া' নামক ছাত্র-পত্রিকা (Students' Magazine) প্রকাশিত হতে চলেছে। সমগ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দের সম্মিলিত সহযোগিতার ফসল এই 'খসড়া'।

'খসড়া' অর্থাৎ 'প্রারম্ভিক রূপরেখা' (Introduction) যা হল কোন বৃহৎ কার্যের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ প্রাথমিক উপস্থাপনা। এই পত্রিকাটিকে কোন বৃহৎ শিল্পের প্রবেশদ্বার বা প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। উপস্থাপনা বা ভূমিকার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী কোন বৃহৎ কার্যের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা টানায় প্রয়াসী হই।

মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে COVID-19 এর কারণে দীর্ঘদিন কলাকুশলীদের শিল্প সাধনার দ্বার বন্ধ ছিল। ফলশ্রুতি হিসেবে পত্রিকার সম্পাদনার কার্য স্থগিত ছিল। সময়ের স্রোতে দীর্ঘ নিশির পর ভোরের রবির আলোয় খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে আমাদের সকলের কাঙ্ক্ষিত এই 'খসড়া'। যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই পত্রিকা আজ প্রকাশের পথে সেই সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী — সকলকেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রিকার অন্তর্গত যে সকল অস্পষ্টতা ও ভুল-ভ্রান্তি পরিস্ফুট হয়েছে তার দায়-ভার সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের। আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ড: অমিতা মজুমদারের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যাঁর সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এতদ্ব্যতীত, আমার অপর দুই সহকর্মী যাঁরা সর্বদাই এবিষয়ে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন - ডঃ পার্থ দত্ত, সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ এবং শ্রীমতী শ্রেয়া রায়, সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ। সর্বোপরি 'খসড়া' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকেই তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বর্তমান পত্রিকা সংখ্যাটি সকলের বিনোদনযোগ্য হলে পরিশ্রম সার্থকতা পাবে বলে মনে হয়।

ডঃ রূপা বল
সহকারী অধ্যাপিকা
দর্শন বিভাগ

পরিযায়ী (২০২৩)

সন্দীপ ঘোষ
ইতিহাস বিভাগ, বিএ অনার্স
দ্বিতীয় বর্ষ

এ এক আশ্চর্য ছবি
ঝিকমিক হাড় ঝিরঝির ভীড়ে
পদতলের শৃঙ্খল শব্দের আওয়াজে
নানা আর্তনাদে
আকাশ যখন মুখ লোকাতে
লজ্জা পাচ্ছে
রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিষপানের আদলে
বিষস্নানে —
নির্ভীক ধর্ষণে ব্যস্ত যখন
আমাদের স্বতন্ত্র
বাড়িতে উন্মুখ হয়ে বসে থাকা
কচিকাচা সংসদে-
হয়তো একটি ঝড়ের তীব্রতায়
হানা দেবে আমাদের
মেকী সংসদে
চাইবে উত্তর কোভিডের দোহাই দিয়ে
অজ্ঞা
সংসদের মানদন্ড হবে মহেঞ্জোদারো
হবে এক অন্য ইতিহাস।

প্রিয় বসন্ত

সুব্রত দত্ত
বি.কম অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

বসন্ত তোমার খুবই প্রিয়
আজ তাতেই মুখর গোটা শহর
আমার শীত আজ অস্তগামী
তাই চারিদিকে এতো খুশির বহর
কিন্তু একটু তাকিয়ে দেখো
ভেবে দেখো আর একটিবার
বসন্তের কান্না দিচ্ছে সাক্ষ
আমার শীত ফিরবে আবার
তখন আবার ঝরবে পাতা
সকালগুলো ঝাপসা হবে
তখন আবার একাকী মন
গুনগুনিয়ে গান গাইবে
আমি তখন তোমার ছবিতে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে
স্নিগ্ধ হেসে শোনাবো গান অভিমানের অন্তে
কবিতা লিখবো আর একটিবার ডায়েরি টাকে আপন করে
যখন আমি থাকবো দাঁড়িয়ে জীবনের বসন্তে...
সবই থাকবে ধারাবাহিক যেমন আছে আজকে
কিন্ত সেই বসন্তে দেবেনা উঁকি সবজে পাতা ডালের ফাঁকে
শুধু পড়বে ঝরে শুকনো ফুলটা
ডায়েরিটাকে জড়িয়ে বুকে...

যারা শিউলি হয়

উদিবা দে
রসায়ন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

কিছু ফুল খুব ক্ষণস্থায়ী হয়,
অনেক অনেক অপেক্ষার পর আসে আবার,
এক পলকেই হারিয়ে যায়।
মনে হয় যেন থাকার বহু চেষ্টা করে
আর সেই শ্রমে ক্লান্ত হয়েই ঝরে পড়ে।
চাঁদের আলো বা শরতের হাওয়া!
তারপর, নিমেষে ওদের চলে যাওয়া

সব সুন্দর, সব স্নিগ্ধতা নিয়ে ফোটে সে ফুল,
একবার, শুধু একবার ছুঁতে পারে আঙুল।
তবে কেমন একটা ক্ষমতা যেন তাদের আছে।
শান্ত মনকে পৌঁছে দিতে পারে শান্তির কাছে।
ক্লান্ত চোখের ক্লান্তি যত যত্ন করে সরিয়ে রাখে,
ক্ষয়ে যাওয়া জীবনটাকে নরম মায়ার শালে ঢাকে।

ওদের এই ধরণগুলো এ জগতে ঠিক চলে না।
ওরা তো আর কাঠের মত, কাঁটার মতো কঠোর না।
টিকতে গেলে এইখানেতে নরম নয়, হতে হবে পাথর।
আঘাত দিতে হবে, পেতে হবে, ভুলতে হবে আদর
ওরা যতটা শুভ্র হতে পারে, আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি কালো।
তাই কিছু ফুল ক্ষণস্থায়ী হয়, সেটা হওয়াই ভালো।।

ভালোবাসার শহর

শ্রেয়া চক্রবর্তী
দর্শন বিভাগ
তৃতীয় বর্ষ

মিঠে রোদ্দুর, আলতো বৃষ্টি,
মনে পড়ে কোন জানলার কোণে;
কেমনে আছে পাল্টে যাওয়া
ভালোবাসা তার ছোট্ট গল্পে?
মনপোড়া মন, ভাবনা ভারি,
ভালোবাসা কেন এমনখানি?
অল্প ছোঁয়া গল্পগুলো
পড়ছে মনে গুঁড়ো গুঁড়ো;
পেজা তুলোর বর্ষাকাশে
ভালোবাসা তার গল্প খোঁজে—
বৃষ্টি কখন ঝরঝর
খেয়ালটি তার থাকে না যে!
শহরটা কেমন ব্যাস্ত ব্যাস্ত
সবকিছু যেনো অবিন্যস্ত;
মানুষ চলছে একার ভিড়ে
বোকা মনে একলা হয়ে!
মিঠে রোদ্দুর, আলতো বৃষ্টি,
শহরটা আজ বড়ই মিষ্টি!
হালকা এক মন খারাপে
দিনটা গড়ায় শেষের দিকে—
গল্প আমার থমকে গেল,
নটে গাছটি মুড়িয়ে এল।।

অথচ আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিলো

বুবাই চক্রবর্তী

কতদিন আমরা একসাথে বৃষ্টি দেখিনি.....
অথচ আমাদের এক সীমান্ত হেঁটে বাড়ি ফেরার কথা!
রাতের হাস্নুহানার গন্ধে হঠাৎই মনে হয়,
ময়দানে খোঁজ করি বিকেলের বৃষ্টি।
চিনেবাদামের খোসার মত উড়ে যাই,
তোমার চুলের দুপাশে জমে থাকে অদ্ভুত নীরবতা।
পাইনের বনে হেঁটে চলে যায় অভিমানী রাস্তা,
শীতকাল শুধু জানে আমাদের নলেন গুড়ের মিষ্টিতে দারুণ আস্থা।
একদিন মেঘেদের মত ছুঁই ভালোবাসার পাহাড়,
দেখা হয়নি বহুদিন অথচ কথা ছিল পাশে এসে বসার।
ঝড়া পালকের গান আকাশের বুকে বাঁধুক অনন্ত শামিয়ানা।
একজীবনের অভিমান আসুক খরস্রোতা,
শুধু ক্যালেন্ডার জানুক কতদিন আমাদের দেখা হয়না।

প্রহসন

সুব্রত দত্ত
বি.কম অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

এই মৃত মহানগরীতে আজ কিসের আর্তনাদ
কে যেনো "ভালোবাসি ভালোবাসি" বলে চিৎকার করে কাঁদছে।
এই মহাবিশ্বের প্রেমের লীলায় হয়েছি অবচেতন,
মানসিক এই বিষক্রিয়ায় ধমনী আমার কাঁপছে।
যেখানে পোস্টমর্টেম করতে গিয়েও কাঁপেনি আমার হাত ;
আমি লাশকাটা ঘরে দেখেছি বহু বিক্ষত হৃদপিন্ড
সেই বিকল যন্ত্র হাতে তুলে তাতে খুঁজেছি ভালোবাসা
তাতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি, সেই হারিয়ে যাওয়া ছন্দ।
সেখানেই ছন্দের আঁচড়ে বাস্তবতার পর্দায় ধরে ছেদ
যেভাবে সুরার নেশায় মত্ত মানব হারায় মৃত্যুভয়
আমি মর্গের কেবিনে বসে যখন রক্ত নিজের দেখি
এই বিকল হৃদয়ে প্রাণসঞ্চার প্রহসন মনে হয়।।

রাষ্ট্রের কান্না

সুব্রত দত্ত
বি.কম অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

লেখালেখি আজ মূল্যহীন সমাজ বদল অসম্ভব
প্রতি কুড়ি মিনিটে একটা ধর্ষণ সমাজ তবু থাকে নীরব ...
তাড়াতাড়ি মা আসবো ফিরে, ভদ্রতা নাকি পোশাকে মাপা।
প্রকাশ পায় ধর্ষিতার ছবি, ধর্ষকের নাম ফাইলে চাপা...
প্রতিবাদী হওয়া বারণ মুখ খুললেই জেলের ভাত
অশিক্ষার বশে করছে মানুষ দেশ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ
বলা বারণ তাও মন বলে সিংহাসন মানেই আজ,
রামের বেশে লুকিয়ে থাকা স্বৈরাচারী রাবন রাজ...
চাষ-আবাদ সব উঠেছে লাটে বাড়ির মেয়ের হচ্ছে রেপ
সমাজের তাতে কি যায় আসে? নেইকো কারোর ভ্রূক্ষেপ
রাষ্ট্র ডুবছে ডুবুক গিয়ে
আমরা তো আছি বেশ
একবার চোখ খুলেই দেখো
নীরবে কাঁদছে আমার দেশ...

নারী

রাজিব বণিক
পদার্থবিদ্যা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

তুমি নারী?
তুমিই শক্তি,
তাই তোমার ওপর আছে
আকাশ ছোঁয়া ভক্তি ;
বদলাচ্ছে বিশ্ব
বদলাচ্ছে মনোভাব,
তুমি পারো দূর করতে
এই জননী অভাব ;
পাশে আছি আমরা
করোনা তুমি চিন্তা,
এগিয়ে যাও
অর্জন করো সমমর্যাদা ;
তবে স্বাধীনতা পাওয়ার অহংকারে
হয়ো নাকো অন্ধ,
সকলকে সম্মান করলেই
হবে তুমি সম্মানিত ;
মনে রেখো —
নারী-পুরুষ উভয়েরই আছে সমভূমিকা,
তাই উভয় লিঙ্গই পাক সমগুরুত্ব
এগিয়ে চলুক জগৎটা।।

সৌমিত্র, তোমাকে....

অনিন্দ্য সরকার
পদার্থবিদ্যা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

অভিনয় ছেড়ে কী করে যে আছো মস্ত ঘুমে
মঞ্চের আলো ম্রিয়মান, শব্দ লুটায় ভূমে,
কী জানি কিং লিয়রের বিশ্রাম প্রয়োজন!
হয়তো নক্ষত্র বিথীরও থাকে অভিমানী মন।

তুমি তো গড়েছো নিজেই নিজের পথ
ভেঙেছো, তবুও লড়েছো যতই ভগ্ন রথ,
পর্দা সরে যায়। সংলাপ শুরু হয়
জীবনই সত্য, এ মৃত্যু বড় অপচয়।

জমেছিল ধুলো একটু একটু করে
সব ধুয়ে গেছে তোমার স্পর্ধার রোদ্দুরে,
তখন সবে সন্ধ্যে নেমেছে তোমার মুখে
ডেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আগুনের বন্ধুকে।

মহাজীবনের মতো কবিতা আর সংলাপ
অপুর ক্লান্ত পায়ের অভিমানী ছাপ,
তোমার মত কেউ কি এভাবে বাঁচে?
অভিনয় ছাড়া ভালোবাসা আর কোথায় আছে?

ছাই হয়ে গেছে। তবুও দহন জ্বলছে মনে
নক্ষত্র বিথিও জ্বলুক তোমার আগুনে,
অনেক দিয়েছো, আকাশ ছুঁয়েছো তুমি
মহীরুহ চলে গেলে নতজানু হয় বনভূমি।

বিষন্ন মন

রাহুল বসাক
তৃতীয় বর্ষ

চারিদিক বিষণ্ণতার আবরণে ছেয়ে গেছে,
বিষণ্ণ সময়ের সাথে ছুটে চলেছে বিষণ্ণ মন।
কালের আবর্তনে আবর্তিত হয়ে —
নিষ্পেষিত মন আজ বড় ভারাক্রান্ত
কোনো নতুন ভাবনার আব ডালে
লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাগুলো উঁকি দেয়
নির্লজ্জের মত মাথা নিচু করে।
একটি নতুনত্বের অন্বেষণে বিষণ্ণ মন
ছুঁটে চলেছে মনের কোলাহল পূর্ণ পরিবেশে,
বর্ষণমুখর রাতের বৃষ্টি ধ্বনি আজ
ফিরিয়ে নিয়ে চলে হারানো দিনের সম্মোহনীতে।
মনে হল কল্পনার আঁধারের নিরবতায়
আজ বড় সখ্যতা হল —
অজানা বিষণ্ণ মেঘ মল্লারের সাথে।
আঁধার কেটে যায় বর্ষণের বিদায় বেলায়।
বিষণ্ণতার আবাহনে কল্পনায় রচিত কল্পতরু
যেন উঁকি দেয় উদ্ভাসিত নতুন রবির আলোয়।

বন্ধু ছেড়ে যেয়ো না

ব্রততী মুখার্জী
বি.এ. জেনারেল বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

বন্ধুত্ব কেন অভিধানে থাকা শব্দের নাম হয়,
বিপদে যে পাশে রয় সব অভিমান সয় -
বন্ধু সেই হয়।
বন্ধু হল আবেগ, বন্ধু ভালোবাসা,
বন্ধু হল এক পলকে তোমায় ছুঁয়ে আসা।
দূরত্ব তত বাড়বে, সময় যত গড়াবে,
দিনগুলো কেটে যাবে, সময় হবে পার,
তখন কি বন্ধু থাকবে তুমি আর?
স্মৃতি ফিরে ভুলে যাবে, কলেজের সেই প্রথম দিন,
প্রথম সেলফি, প্রথম কথা হয়ে যাবে ক্ষীন।।
আর হয়তো রোজ দেখা যাবে, মুখগুলো আবছা হবে,
কিন্তু তুমি রবে নীরবে।।
তখন কাজের অনেক চাপ, হাসিও গেছে মুছে,
তখন তুমি দাঁড়িয়ে একা জানলায়, মুহূর্তগুলো রেখো গুছিয়ে।।
নাকি নতুন মানুষ, নতুন মুখ দেখে ভরবে ও বুক,
খুঁজবে তুমি নরম হাতে, নতুন কোনো সুখ,
অভিমান, কথা অনেক রাগ —
বন্ধু ছাড়া কার সাথে করবে সব ভাগ?
তখন যদি মন খারাপ লাগে, চোখে জল আসে,
ভাববে তোমার বন্ধু, তোমায় অনেক ভালোবাসে।
ভাববে বুঝি আমি এসে, বসলাম তোমার কাছটি ঘেঁষে,
আমার কথা পড়লে মনে, উঠবে তুমি হেসে।
আজ যে এতো কথা বলো, হয়তো আস্তে আস্তে কমে যাবে,
পুরনো অ্যালবাম ঘাটতে গিয়ে চোখে তোমার জল আসবে।
বন্ধ হবে এতো কথা, বন্ধ হবে সব আনাগোনা,
আর ঠিক কোনো এক শান্ত দুপুরে পড়বে মনে সেই লাস্ট বেঞ্চ,
সেই ক্লাস ঠিক দেওয়া, খাবার ভাগ করে খাওয়ার কথা গুলো,
যন্ত্রণায় বিষিয়েও বুক উঠবে।
সেদিন তুমি কেঁদো না, মন খারাপ করোনা,

তখন ভেবো এই খুনসুটি, মারামারি, খেলা, অভিমান,
কিছু হারায় নি, কিছু হারায় না।।
তখন জেনো বন্ধুত্ব, ভালোবাসার দিনগুলি —
ফিরে ফিরে আসে বারবার, আর হাতছানি দিয়ে ডাকে,
বলে খালি ''আয় আয়, আবার খেলি চল, ওই মাঠে।"
ফিরে যাই সেই দিনগুলিতে।
আমরা তখনো থাকব, যেমন আজ আছি পাশাপাশি, কাছাকাছি।
কোনোদিন আবার দেখা হবে, এক অজানার ট্রেনের কামরায়,
তখন চুলটা একটু পেকে গেছে, চোখে মুখে এসেছে বয়সের ছাপ,
কিন্তু হাসিটা ঠিক এরকম আছে, এ রকমই থাকবে।
আমরা আজও পাশে আছি, কালও পাশে থাকবো,
আবার নরম হাত স্পর্শ করবে, আরেকটি হাতকে, কতদিন পরে।।
এইভাবেই চলবে পাগলামি, ডুবে যাব সেই রঙ্গিন দিনগুলোতে,
স্মৃতি পাতাগুলো সব ধুলো মুছে যাবে সেদিন,
ভেসে উঠবে আবার সেই কলেজের বারান্দা, সেই হৈচৈ,
সেই জিজ্ঞাসা গুলো, ''কাল যাবি কলেজে? আমার জন্য দাঁড়াবি,
সিলেবাসটা কিরে? কবে পরীক্ষা? পড়েছিস কিছু আমি পড়িনি রে কিছু।"
এই দিনগুলোতে আবার যেন ফিরে ফিরে আসি,
সেই কমনরুম, সেই ক্লাসরুম, এগুলোকে বড্ড ভালোবাসি।
হাসির রেডিয়োতো হয়তো তখন বেজে উঠবে,
"এ দোস্তি হাম নেহি তোরেঙ্গে"।।
বন্ধুরা কখনও হারায় না, তারা ফিরে আসে বারবার,
কিসের টানে? জানা নেই।।

স্বাধীনতার আসল মানে

অর্পিতা নস্কর
বি.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অনার্স বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

কেউ কি বলতে পারবে স্বাধীনতা কাকে বলে?
স্বাধীনতার আসল মানে...

স্বাধীনতার অর্থ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করো
যে কিনা নিজে অদৃশ্য পরাধীনতার আবরণে ঢাকা পড়ে
একশো তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য
অনবরত লড়াই করে চলেছে।

স্বাধীনতার অর্থ তুমি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করো...
যে কিনা রাইফেল হাতে কুয়াশাচ্ছন্ন গভীর রাতে কিংবা
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে সীমান্তে দণ্ডায়মান রয়েছে।

স্বাধীনতার অর্থ তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো...
যারা কিনা নিজের প্রাণ বলিদান দিয়েও
নিজের দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করতে জানে।

হ্যাঁ আজ আমরা স্বাধীন...
আজ আমরা স্বাধীন এজন্য, কারণ
সেদিনের সেই শত সহস্র বিপ্লবীদের আত্ম বলিদান
তাদের অদম্য লড়াই, দুর্জয় সাহস,
আজ আমরা স্বাধীন এজন্য, কারণ
আজো যারা দেশের তরে
নিজের ঘর ছেড়েছে মৃদু স্বরে।
দেশকে করবে রক্ষা, এটাই তাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা।।

কিন্তু তাদের লাখ প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে
স্বাধীনতার দৃশ্যমান পর্দার আড়ালে
এখনও আমরা পরাধীন।
এখনও আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারিনি,
পাইনি আমরা স্বাধীনতা।।

আমাদের মধ্যেকার লজ্জা, ঘৃণা, ভয়
আমাদের স্বাধীন হতে দেয়নি।
আমাদের মধ্যেকার হীনমন্যতা প্রতিবাদহীনতা
আমাদের স্বাধীন হতে দেয়নি।

তবে কেন এখনও ওই পথের দুর্গাকে মাটিতে পিষে
মাটির দুর্গাকে আমরা আড়ম্বরের সাথে পূজা করি?
কেনই বা ওই পথ শিশুগুলোকে
দুবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য
ভিক্ষাকে আশ্রয় করতে হয়?

তারা পায় না শিক্ষা, পায় না যথোপযুক্ত সংস্কৃতি,
পায় না ভালোবাসা...

এদিকে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে
এটা নাকি আমাদের কর্তব্য,
এটা নাকি আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম ধাপ।।

কেনই বা দেশের সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে এত তলানিতে ঠেকছে?
যেখানে সাধারন একটা ডোমের চাকরি পেতেও
হতে হয় উচ্চশিক্ষিত...!
কিন্তু, দেশের নেতা-মন্ত্রীদের, তাঁদের...?
তাঁদের অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা না হলেও চলে...
মাসের শেষে মোটা টাকা মাইনের সাথে,
ঘুষ নেওয়াটাও, তাদের কাছে নিত্য পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে দেশের সংস্কৃতিতে
দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে,
সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয়
ওই মোটা অঙ্কের টাকাগুলোকে...!
তাতে করে... রোগীর প্রাণ গেলেও,
সেটা বড়ো কোন বিষয় নয়।
হ্যাঁ এটাই আমাদের দেশ...,
এটাই.. আমাদের সংস্কৃতি।

যে দেশে নিজের মাতা-পিতাকেই
যথোপযুক্ত সম্মান করতে আমরা ব্যর্থ,
যেখানে তাদের একটুখানি হাসি উপহার দিতে আমরা ব্যর্থ
সেখানে কিসের ভ্রাতৃত্ববোধ...? কিসের মাতৃভূমি...?

এদিকে আমরা কিনা আজ
তাদের জন্যই এত সুরক্ষিত,
এত সাবলম্বী এত স্বনির্ভরশীল
এদিকে তাদের জন্যই কিনা
আমাদের জায়গা হয়না বাড়ির চারদেয়ালে,
শুধুমাত্র জায়গা হয় বৃদ্ধাশ্রমে।।

হ্যাঁ এটাই... আমাদের দেশ,
এটাই আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি।
অমলিন সেই চিরন্তনী বাণী,
যেটা কোনো একদিন, কোথাও শুনেছিলাম...

"মা সেদিনও কেঁদেছিল
খোকা ভাত খায়না বলে...
আর বৃদ্ধাশ্রমের চারদেয়ালে
মা আজও কাঁদে...
খোকা ভাত দেয়না বলে"।।

এঁরা কারা? (বাবা)

রানা পাত্র
ইংলিশ বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

এঁদের শক্ত হওয়া অনেক হাত
এঁদের থাকেনা দিনরাত
রৌদ্রে ছাতার মতন ;
আগলে রাখাতে নেই খাত।

থাকে এঁরা বিশেষ সেবায়
ক্ষুধার আগুন নেভায়
হাজারও চিন্তাতে মন;
হাসিমুখে ছুটে বেড়ায়।

নিজেকে ব্যস্ত রাখা
সারাদিন ঘোরেতে থাকা
নিজেকে উজাড় প্রাণ-পণ ;
হাত কাঁধ ব্যাথাতে ঢাকা।

যতই কমজোর শরীর
বুনে চলে সবুজ-সাদা-নীড়
করে চলে দায়িত্ব পালন ;
ক্ষয়ে চলে ঘাম মাখা প্রাচীর।

ওঁদের নেই হতে অসুখ
ওঁদের নেই হতে ভুলচুক
খুশি সব দেখলে অনেকক্ষণ ;
লুকায় তার সেথায় স্বর্গ সুখ।।

ঘুম

তমসা ঘোষ
ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

ও রাত্রিকে ঘেন্না করে, ঘুম আসে না।
দিনের বেলাও শান্তি নেই,
সে তো রাতের দিকেই ছোটে।
শীতল দুই চোখে ও দেখে ন্যায়ের মিছিল;
সাদা সিলিং, স্যালাইন, রক্তাক্ত চাদর।
কয়েকশো হাঙ্গর, হায়না ছুটে বেড়ায় ওর পিছু,
কখনো বা সংবেদনশীল প্রশ্নও ওঠে কিছু।
মাথার ভিতর কেউ যেন কুড়ুল চালায় সর্বক্ষণ।
তলপেট ভারী হয়ে থাকে অসমিয়ামের মতন।
হঠাৎই ভেসে ওঠে কিছু প্রলুব্ধ চোখ, হাত, শরীর;
তারপরই সাইরেণ, এ্যাম্বুলেন্স, মানুষের ভিড়।
ওর জামার রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
কেউ কেউ দোষ দেয় ঘড়ির কাঁটার,
কেউ বা দোষ দেখে আইন ব্যবস্থার।

ওর ক্লান্ত দেহ মন শুধুই ঘুম চায় ;
নিস্তব্ধ শীতল ঘুম,
এসবের থেকে দূরে কোথাও,
একাকী, নিঝুম।

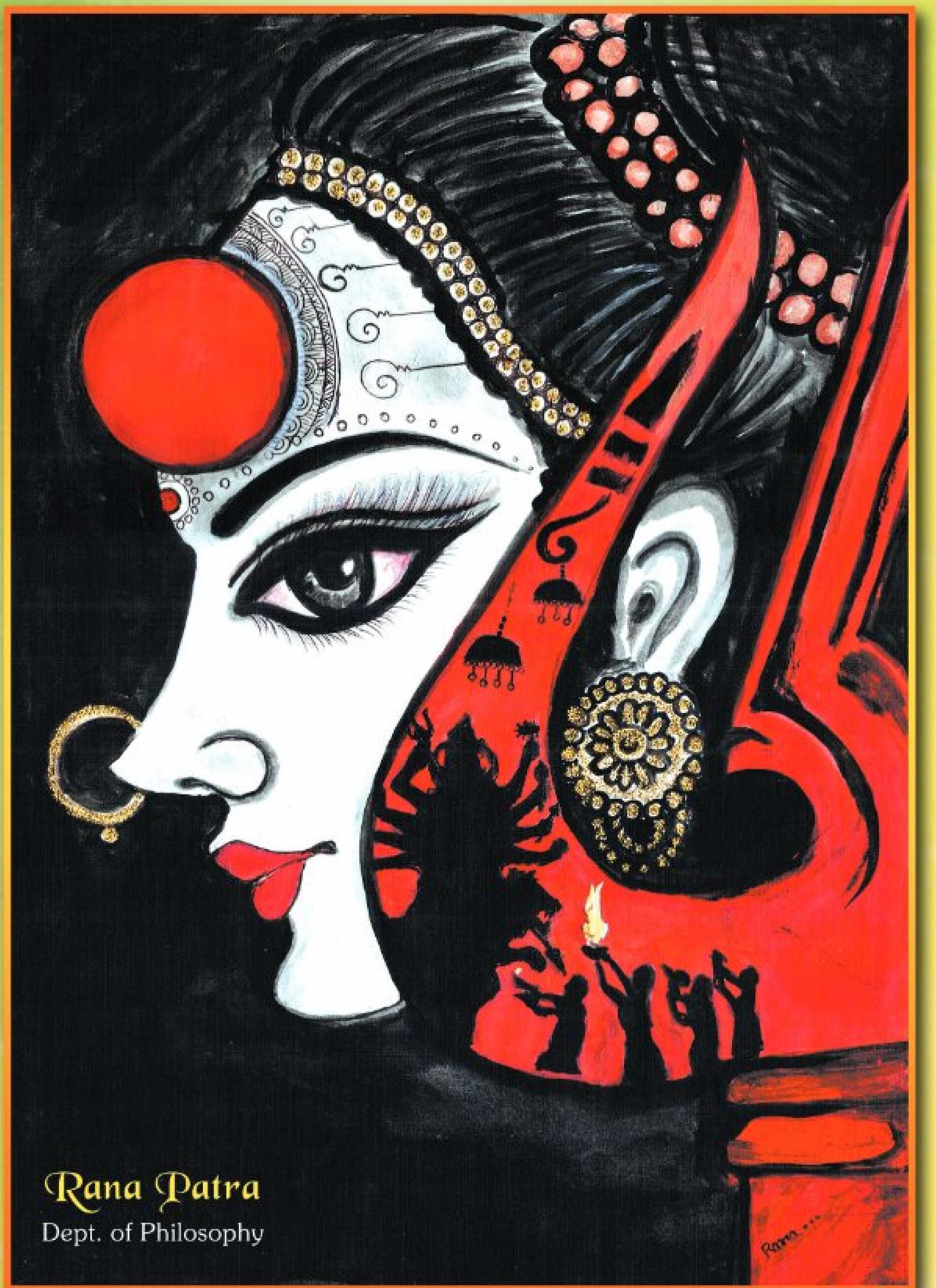

Rana Patra
Dept. of Philosophy

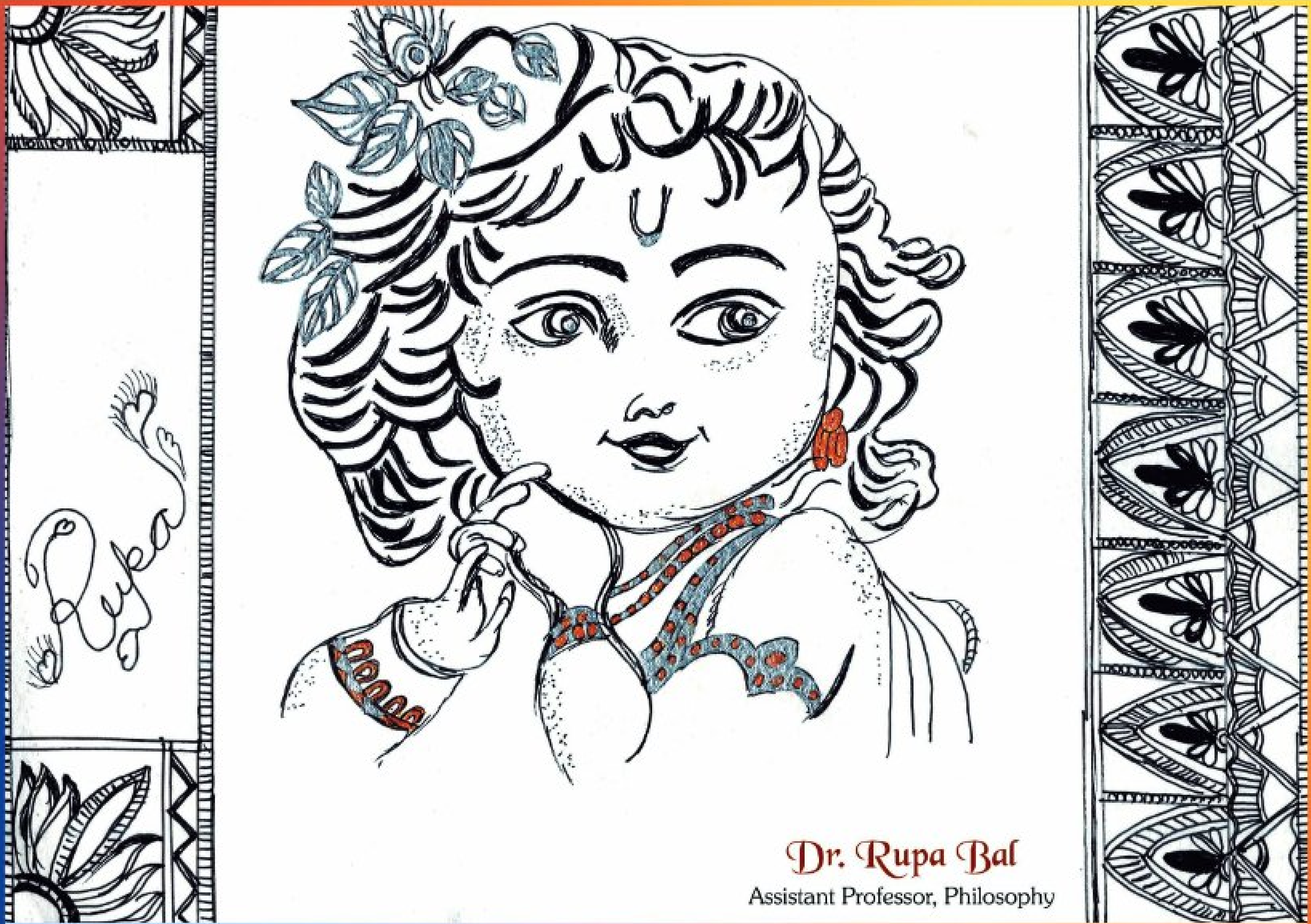

Dr. Rupa Bal

Assistant Professor, Philosophy

Bina Das
Dept. of Philosophy

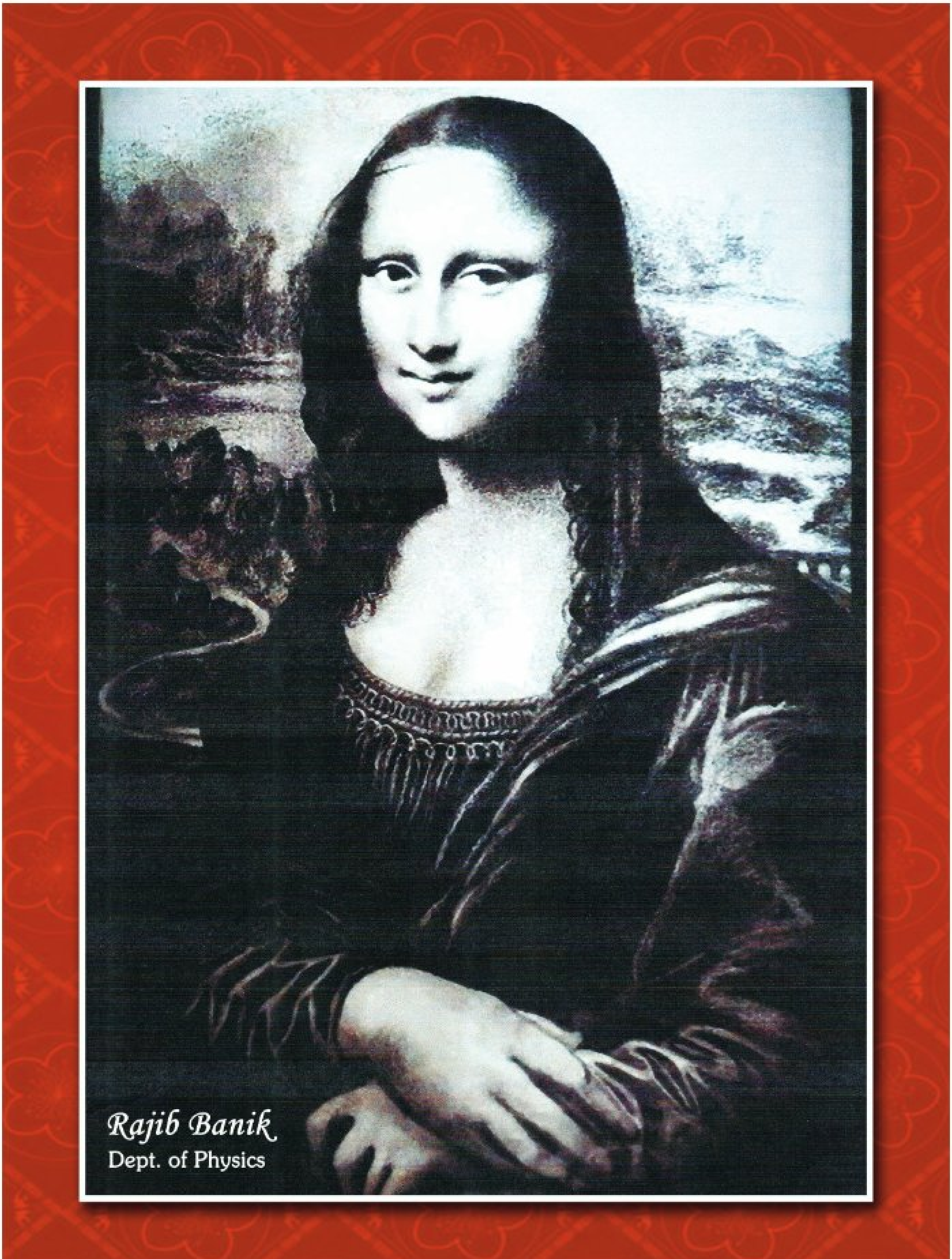

Rajib Banik
Dept. of Physics

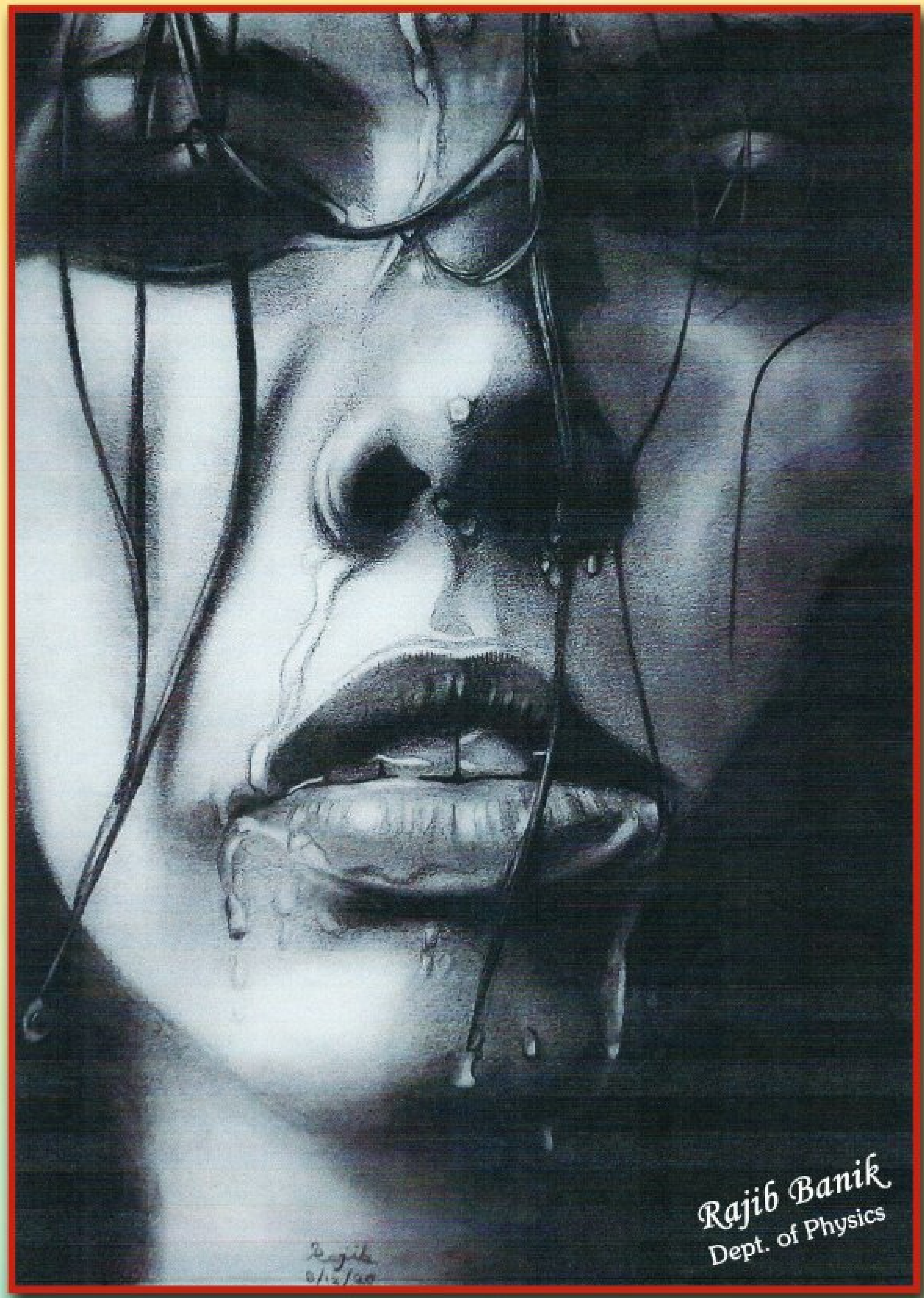
Rajib Banik
Dept. of Physics

Swarnali Das

Tandra Mitra
Dept. of Philosophy

Swarnali Das

সম্ভাবনা

সুব্রত দত্ত
বি.কম অনার্স, পঞ্চম সেমেস্টার

তুমি সিগারেট আমি ধূমপায়ী
তুমি সাইবেরিয়া আমি পরিযায়ী
আমি বিষয়ের বিষ করেছি পান
আমার আত্মহত্যায় আজ তুমি দায়ী।
আমার শরীর আমিই দালাল
আমিই শিকারি আমিই শিকার
স্বজন হারানো চেতনাই বোঝে
যুদ্ধ জীবাণু, প্রেম প্রতিকার।
আমি বদ্ধ ঘরে একলা বসে
সেই প্রেমেরই সূত্র খুঁজি,
স্বপ্নে তোমায় ছোঁয়ার আশায়
চেতনা ত্যাগী, দুচোখ বুজি।
দুচোখ যখন বন্ধ থাকে
জড়াই তোমায় বুকের মাঝে
চোখ খুললেই চমকে উঠি
বাস্তবতা কঠোর সাজে।
কঠোর আমিও পারতাম হতে
যদি থাকতে তুমি অন্য বুকে
হাসতাম আমি নিজের উপর
অপূর্ণতার দারুন সুখে।
তখন দৃষ্টিগোচর হলেও তোমায়
খুঁজতাম না পাগল সেজে
চিনতাম না গন্ধ তোমার
স্পর্শ তোমার যেতাম ভুলে।
বুক পকেটের কলমটাকে
ফেলে দিতাম কাটিয়ে মায়া
আটকে নিতাম নিজেকে আমি
দিতাম না হাত তোমার চুলে।
বদ্ধ ঘরে এখনো বসে
দেখছি স্বপ্ন মন্ত্রবলে
সম্ভাবনা দুহাত বাড়ায়
বাস্তবতা ছোঁয়ার ছলে।।

সমর

সুব্রত দত্ত
বি.কম অনার্স, পঞ্চম সেমেস্টার

আমার সম্মুখ সমরে মৃত্যু উপস্থিত
তাঁরা জিতছে, আমিও হার স্বীকারে নারাজ
বাবা তোমার দেওয়া সাহস বুকে ভরে
আজ লড়ছি আমি, ছিনিয়ে নিতে স্বরাজ

মা গো তোমায় দেখিনি বহু দিন
আজ এই যুদ্ধে যদি আমি মারা যাই
তোমার অবাধ্য ছেলেকে করে দিও তুমি ক্ষমা,
তুমি তোমার কোলে দিও মোরে শেষ ঠাঁই।

এই জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও সুন্দর
যদি আমার জন্যে চোখে তোর মেঘ জমে
ভাই রে জ্বালিয়ে রাখিস পিঞ্জরেতে আগুন
এই দেশের প্রতি প্রেম যেনো না কমে।

বোন রে তোকে জ্বালাব না আর আমি
আমি আসবো ফিরে, যদি প্রদীপ জ্বেলে রাখিস
আমি যাবো না ছেড়ে তোর হাত আজ প্রমিস
যদি আর একটিবার দাদা বলে ডাকিস।

বন্ধু, তোদের নিয়ে লেখার ইচ্ছে নেই
তোরা বেহায়া ভীষণ আমায় আগলে রাখিস
আমি প্রার্থনা করি পরমাত্মার কাছে
তোরা পরজন্মেও আমার বন্ধু থাকিস।

প্রিয়া, যদি যুদ্ধ শেষে আবার ফিরি ঘরে
দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধোরো আমায়।
তোমার চোখের জলে মেখে যাওয়া কাজল
যাক লেগে আমার প্রিয় জামায়।

আমায় ডেকো না

ঊর্মি ভট্টাচার্য্য
কম্পিউটার সাইন্স, অনার্স, প্রথম সেমেস্টার

মৃত্যু,তুমি আমায় ডেকো না।
আমাকে লিখতে দাও সাহিত্যের শেষ কটা পাতা।
ভালোবাসার রঙে আমাকে আঁকতে দাও —
একটা নতুন পৃথিবী।
এ পৃথিবী আর পৃথিবী নাই —
শুধু একটা প্রলেপ মরিচার আস্তরণ
কুচি কুচি হয়ে ভেঙে পড়ছে।
গাছপালার পাতার রং সবুজ নয় — ধূসর।
প্রকৃতি জরা মানুষের মতো ধুঁকছে
নীল আকাশ তার রং পালটিয়ে হয়েছে লাল।
আগুন ভেবে সাদা বক আর পাখা মেলবে না আকাশে
পৃথিবীর রূপ দিতে।

বিভেদের বড় বড় প্রাচীর
শোষণ বঞ্চনার চাদর পাতা —
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
প্রেম-প্রীতি বিক্রি হচ্ছে —
কসাইখানার দাঁড়িপাল্লায়।
ঠিক তার পাশেই সেই উলঙ্গ ছেলেটা
যে সকাল থেকে সূর্য খুঁজছে
কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না।

তাকেই তো আমি দেখাবো
আগামী দিনের সূর্য।
তাই, আবার বলছি —
মৃত্যু, তুমি আমায় ডেকো না।

তাকেই আমি দেখাবো
গিরি-প্রান্তর নদী-নালা, সমুদ্র।
শুধু তাকেই বলবো —
জঙ্গল কেটে রাস্তার দরকার নাই।
প্রয়োজন নাই যানবাহনের কোলাহল।
ইথেন, মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এর দরকার নাই —
দরকার -শুধু বিশুদ্ধ অক্সিজেনের।
তাহলে পৃথিবী বাঁচবে, তুমি বাঁচবে
বাঁচবে সকলেই।
তাই, আবার বলছি
মৃত্যু, তুমি আমায় ডেকো না।

কেউ কোথাও ভালো নেই!!!

ঈশানি রয়

বি.এসসি. কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

এই ভালো থাকার গল্পটা আমাদের একার নয় সবার।
প্রতিটা মানুষই আজ কোনো না কোনো সমস্যার মুখোমুখি।
কেউ পারিবারিক সমস্যা, কেউ মানসিক অশান্তি,
কেউ কেরিয়ার প্রবলেম, কেউ প্রিয়জনকে হারিয়ে,
কেউ অন্যকে ঠকিয়ে কেউবা নিজে ঠকে।

কেউ কোথাও ভালো নেই!!!
কারোর মা নেই, কারোর বাবা নেই, কারোর আবার দুজনেই নেই,
কারোর আবার থেকেও নেই, কারোর চাকরি নেই,
কারোর ঘর নেই, কারোর আবার দু-বেলা পেটে দেওয়ার মত ভাত নেই।

এই শহরটা নেইতে ভ'রে গেছে। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে।
চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে একটু সুন্দর করে বাঁচতে
মানসিক শান্তি নিয়ে। কিন্তু কে শুনবে? হয়তো শোনার মানুষগুলো
আমাদের মতনই হন্যে হয়ে কাউকে খুঁজছে।
আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু ভালো আছি কিনা এই প্রশ্নটা করা অবান্তর।

কেউ কোথাও ভালো নেই!!!
বাইরে থেকে আমরা যে মানুষটাকে দেখছি সে হয়তো ভেতর থেকে ততটাই ফাঁপা।
অভিনয়! বেঁচে থাকার অভিনয়। কি সুনিপুন সেই অভিনয়।
অভিনয় করেই জীবন চলছে। চলুক.....
কেউ কোথাও ভালো নেই যেন সেই
গতকাল আর হাতে হতে অবেলায়
গতকাল আর ভুল- অবসন্ন বিকেলে
ভেজা চোখ দেখাইনি তোমায়

রজনীগন্ধা

সপ্তদীপ চক্রবর্তী
পদার্থবিদ্যা বিভাগ

আসতে পারি?

কে?

মিঃ মুখার্জির বাড়ি কি এটাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এটাই। আমিই মিঃ মুখার্জি। আপনার কী দরকার বলুন।

ওহ্ আচ্ছা। নমস্কার। আমি শ্রীতমা। সুশোভন চ্যাটার্জির চেম্বারে আপনাকে আমি দেখেছিলাম মাস চারেক আগে। আমি ওনার চেম্বারেই কাজ করি।

কে! সুশোভন! ওই পাগলের ডাক্তার? তা তার আমার সঙ্গে কী দরকার শুনি।

কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই ভাবলাম একবার বাড়ি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসি। বাইরে বড় গরম। যদি একবার একটু ভেতরে বসতে দেন!

দেখুন ম্যাডাম, ওই পাগলের ডাক্তারকে আমি খুব ভালো মতোই চিনি। ব্যাটা এক নম্বরের সেয়ানা। সে বলে আমি কি না পাগল! ও ব্যাটা নিজে একখানা পাগল, ধাপ্পাবাজ। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, আপনার কি আমাকে দেখে পাগল-টাগল মনে হচ্ছে?

কে বলে আপনি পাগল! আপনি তো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। আর তাই তো আপনার সঙ্গে আলাপ জমাতে এলাম। আপনার জন্য মিষ্টিও এনেছি কিন্তু। রসমালাই। ঠিক যেমনটা আপনি ভালোবাসেন কিন্তু ভেতরে না ঢুকতে দিলে আপনাকে প্যাকেটটা দিই কীভাবে বলুন তো!

রসমালাই! এ বাবা ছিঃছিঃ! আসুন আসুন। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

থ্যাংকস্।

আসুন, এই সোফাটাতে আরাম করে বসুন। প্যাকেটটা?

আপনার রসমালাই সত্যিই খুব পছন্দ দেখছি! এই নিন। তা, আপনি ঘরদোর তো বেশ গুছিয়ে রেখেছেন। ইম্প্রেসিভ !

ওসব আমি করি না। আমার বউ করতো।

করতো বলতে? এখন তিনি আর করেন না বুঝি?

ওই মেয়েছেলে আর আমার সঙ্গে থাকে না। আমিও দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

আপনার অনেকের ওপর ভীষণ রাগ। প্রথমে সুশোভন ডাক্তারকে গালমন্দ করলেন, এখন নিজের বউকে। আপনার বউও বুঝি আপনাকে পাগল বলে দুয়ো দিতো?

দিতো মানে! ওই মেয়েটাই তো আমাকে ওই সুশোভনের কাছে নিয়ে গেছিলো। সে আমি তো কিছুতেই যাবো না। তারপর পাড়ার দুটো গুন্ডা ছেলেকে ডেকে একপ্রকার টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেলো। কীরকম জাঁদরেল মেয়ে ভাবুন তো একবার!

তা তো বটেই। এ তার ভারী অন্যায় হয়েছে। কারোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করাটাই অনুচিত। তা ওই ডাক্তার কী বললেন তারপরে?

সে শালা তো বলে আমার মাথাতে নাকি গন্ডগোল আছে! বোঝো ঠ্যালা! আমি সুস্থ, স্বাভাবিক একটা লোক, বলে কি না আমি পাগল, মাথাতে দোষ আছে! আমি তো ও ব্যাটাকে ওইখানেই মেরে দিতাম। পাড়ার ওই ষন্ডামার্কা ছেলেদুটো ছিলো বলে ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারি নি।

উনি আপনাকে কিছু খেতে টেতে দেন নি?

দিয়েছিলো। ফেলে দিয়েছি। সে ব্যাটা নিজেই আসলে একটা পাগল। একটা হিপোক্রেট। সুস্থ লোকেদেরকে পাগল বানিয়ে টাকা কামাবার ধান্দা করে মালটা। একটা কাগজও দিয়েছিলো। ওটা ফেলি নি। পুলিসের কাছে যাবো বলে যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

প্রেসক্রিপশন? আমাকে একটি বার দেখাতে পারেন?

আপনার মতলবটা ঠিক কী বলুন তো? রসমালাই খাইয়ে ব্ল্যাকমেল-ট্যাকমেল করার তালে আছেন?

আরে না না। আমাকে দেখে আপনার কি তাই মনে হয়!

না, তা অবিশ্যি মনে হয় না। কিন্তু সবাইকে বাইরে থেকে যা দেখতে লাগে, ভেতর থেকেও কি সবাই তাই হয়? এই ধরুন আমাদের এই পৃথিবী। আপনি কি কোথাও গিয়ে বুঝতে পারেন যে এটা আসলে গোল? কিন্তু বড়ো বড়ো পন্ডিতেরা বলেন, এই ধরতি নাকি গোল হ্যায়! এটার বাইরে গিয়ে নাকি তারা দেখেও এসেছেন, আবার ছবিও নিয়ে এসেছেন। ওই কিছুটা হাতির দাঁতের মতো, বুঝলেন কি না!

আপনি তো দারুন কথা বলেন মিঃ মুখার্জি। আপনার বউ is a very lucky lady।

খবরদার ওই মেয়েছেলের কথা বলেছেন আপনি আর একবার! প্রথমে আমাকে পাগল বানালো, তারপর সারা পাড়া রটিয়ে বেড়ালো যে আমার মাথা নাকি বিগড়ে গেছে। পাড়ার লোকগুলোও হারামি কেমন! ওরাও মেনে নিলো যে আমি পাগল। আমার মাথায় দোষ রয়েছে! আচ্ছা, আপনার কি আমাকে দেখে সত্যি পাগল মনে হচ্ছে?

মোটেও না। আমি তো বললাম, আপনাকে দেখে আমার বেশ সুপুরুষ মনে হচ্ছে। আপনার চোখ, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার কথা বলার ধরন সবই ভীষণ আকর্ষণীয় মিঃ মুখার্জি। আপনাকে আর যাই হোক, পাগল বলে ডাকবে কার সাধ্যি। আপনার বউ, ওই সুশোভন ডাক্তার, ওদের চোখেই আসলে দোষ আছে।

আপনি ঠিক কী বললেন? আমি সুপুরুষ? আমার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয়!

একশো এক শতাংশ। আপনি তো যে কোনো মেয়ের আরাধ্য পুরুষ।

Dream boy !

আপনি কখনও নিজেকে আয়নায় দেখেন নি?

দেখতাম। ছেড়ে দিয়েছি।

সে কী! কেন?

রুমা বলতো আমার চোখদুটো নাকি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মতো। গভীর কিন্তু মর্মস্পর্শী।

রুমা? আপনার স্ত্রী?

হুম। সে একখানা...

একটা বাজলো মিঃ মুখার্জি। আপনার তো চান হয় নি এখনও নিশ্চয়ই। আমি এবার উঠি বুঝলেন। আপনার ওই কাগজটা আমি নিয়ে গেলাম। কাল এসে আবার দিয়ে যাবো। কেমন!

সে কি কাগজটা নিয়ে যাবেন মানে! আমি পুলিসে ওই সুশোভন ডাক্তারের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করবো। ওই কাগজটা আমার লাগবে।

মিঃ মুখার্জি, আমিও সেটাই করবো। সেই জন্যই কাগজটা নিয়ে যাচ্ছি।

সুশোভন আপনাকেও ঠকিয়েছে বুঝি!

ঠকিয়েছে তো বটেই। আজ আসি। কাল আবার দেখা হবে ।

ঠিক আছে। যাওয়ার সময়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাবেন। আমি পরে আটকে দেবো।

আচ্ছা ঠিক আছে। চলি!

গুড মর্নিং মিঃ মুখার্জি

মর্নিং। থানায়ে গেছিলেন?

না, এখনো ঠিক যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে যাবো। আপনি আগে একটু আমার জন্য আদা দিয়ে এককাপ চা বানান তো দেখি। আপনি তো দারুন চা বানাতে পারেন।

ওই একটু-আধটু... এই এক সেকেন্ড! আপনি কীভাবে জানলেন আমি ভালো চা বানাতে পারি!

সে আমি জেনেছি কোথাও একটা থেকে। কেন? আপনি পারেন না বুঝি?

রুমা বলতো পারি। ওর জন্য বিকেলের চা-টা আমিই বানাতাম।

তা বেশ তো! আজ আমার জন্য বানান। আমি কিন্তু চিনি দিয়েই চা খাই।

আপনি বসুন। আমি নিয়ে আসছি।

যে আজ্ঞে হুজুর!

এই নিন আপনার আদা দেওয়া চা। ও ভালো কথা! আমার ওই কাগজটা সাথে করে নিয়ে এসেছেন তো?

কোন কাগজ? ওই প্রেসক্রিপশনটা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই স্কাউন্ড্রেল ডাক্তারের দেওয়া।

ওটা তো আমি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছি মিঃ মুখার্জি। ওটার দরকার আর আপনার হবে না।

এ আপনি কী করলেন! ওই কাগজটা দেখিয়েই তো আমি পুলিসে যাবো। আমি FIR ফাইল করবো। আর আপনি কি না ওই কাগজটাই ছিঁড়ে ফেললেন !

আমি তো বললাম ওটার দরকার আর আপনার হবে না। ওটার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। তাইই আমি ওটা ছিঁড়ে দিয়েছি।

আমি আপনাকে এসব করতে বারণ করেছিলাম না! আমি বলি নি কাগজটা আমার খুব দরকারি! আমি ওই সুশোভন ব্যাটাকে কোনো দিন ক্ষমা করবো না।

ক্ষমা করতে শিখুন মিঃ মুখার্জি। এতে মন ভালো থাকে!

আপনি হঠাৎ আমার বউয়ের মতো কথা বলছেন কেন! ওই মেয়েটাও এই, ঠিক এই ধরনের ন্যাকামি করতো। আমার এসব সহ্য হয় না। ও বলতো ক্ষমা যারা করে না, তারা নাকি কাপুরুষ হয়। বলবানরা সবসময়ে দয়ালু হন।

উনি ঠিকই তো বলতেন। শক্তিশালীরা ক্ষমা করতে জানেন বলেই বোধ করি, তাঁরা শক্তিশালী হন।

আপনার মনে হয় আমি শক্তিশালী?

আপনার তো শুনেছি প্রেম করে বিয়ে হয়েছিলো। তাও আবার বাড়ির অমতে। যে লোকটা নিজের পছন্দের মানুষটির সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য গোটা সমাজের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে, সে একজন শক্তিশালী মানুষ ছাড়া আর কি হতে পারে, মিঃ মুখার্জি!

আপনার কী রং পছন্দ?

আমার? রং? আমার... আমার... নীল রং! নীল রংটা আমার বেশ ভালোই লাগে। তা হঠাৎ রং এর ব্যাপারে জানতে চাইছেন যে !

কিছু না। ওই মাথাটা ঝিমঝিম করলে, একটু খাতাতে আঁকিবুকি কাটি তো। তাই জানতে চাইলাম, আপনার কী রং পছন্দ। আমার বাবা বলতেন কোনো কোনো রং এর দিকে তাকিয়ে থাকলে নাকি মনটা খুব শান্ত হয়ে যায়।

আপনার প্রিয় রং কী মিঃ মুখার্জি?

সাদা। তবে যে কোনো সাদা নয়। শান্তির সাদা।

সাদার আবার রকমফের হয় নাকি! সাদা তো সাদাই হয়!

ধুস! আপনি তাহলে কিছুই রং চেনেন না। সাদাও অনেক ধরনের হতে পারে। এই ধরুন, চাঁদের সাদা এক ধরনের আবার মেঘের সাদা এক ধরনের। কাগজে এক ধরনের সাদা রং থাকে, আবার গোলাপে এক ধরনের সাদা রং দেখা যায়। বরফের সাদা আলাদা, লবণের সাদা আলাদা, হাঁসের আলাদা।

আপনার কার সাদাটা পছন্দ?

রজনীগন্ধার। তা আপনার কেমন নীল রং পছন্দ? সমুদ্রের মতো নীল, আকাশের মতো নীল, তুঁতের মতো, নাকি পেনের কালির মতো?

অপরাজিতার মতো। আপনার আঁকা ছবিগুলো কি একবার দেখতে পারি মিঃ মুখার্জি?

না! একদম না! ওগুলো আমার নিজস্ব। আমার ব্যক্তিগত। আমি ওগুলো কাউকে দেখাই না।

আপনার স্ত্রীকেও দেখান নি?

প্রথম প্রথম দেখাতাম। ও বলতো এসব করে নাকি পেট চলে না। তাই দেখানো ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি ঠিক করে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো। আমি কি পাগল? আমি কি উন্মাদ? আমার মাথাতে কি সত্যিই কোনো দোষ রয়েছে?

আমার... আমার.... হাতটা ছেড়ে দিন মিঃ মুখার্জি।

ছাড়বো না, আগে আমার গা ছুঁয়ে বলুন। আমার মধ্যে কি পাগলামোর এতোটুকুও কোনো লক্ষণ রয়েছে?

আমি তো বললাম আপনি একজন সুপুরুষ। মেয়েদের আরাধ্য আপনি।

মিথ্যে! মিথ্যে! তাই যদি হতো, তবে রুম্মা আমাকে ছেড়ে গেলো কেন! কেন! বলতে পারেন?

মিঃ মুখার্জি, আপনি একটু শান্ত হন। উত্তেজনা আপনার জন্য ভালো নয়। আমার হাতটাও ছেড়ে দিন প্লিজ এবার। আজ আমায় উঠতে হবে।

আপনার হাতের আঙুলের স্পর্শে কোমলতার হাতছানি রয়েছে। কিছুটা মখমলের মতো।

আমি... আমি আজ আসি, মিঃ মুখার্জি। কাল না হয় আসবো।

আপনি আবার আসবেন কালকে! আমি, আমি তাহলে অপেক্ষায় থাকবো কিন্তু।

অবশ্যই আসবো। আজ আমাকে যেতে দিন।

ছেড়ে যাবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইতে হবে না আপনাকে। আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

কাল আবার দেখা হবে মিঃ মুখার্জি। আমি কাল আসবো।

— —

আসুন, আসুন

সর্বনাশ করেছে! আজ দেখছি আপনি আমার অপেক্ষাতেই বসে আছেন।

রজনীগন্ধা?

আপনার নাকের তারিফ করতে হবে মশাই। ঠিক ধরে ফেলেছেন।

যখন ভিক্টোরিয়ার পার্কে রুম্মার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে গেছিলাম, ওও এইরকম একটা পারফিউম মেখে এসেছিলো।

আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভালোবাসেন মিঃ মুখার্জি। তাই না?

জানি না। আমাদের লাভ ম্যারেজ হয়েছিলো বটে। কিন্তু কলেজ লাইফে কখনও প্রেম-টেম করে হয়ে ওঠা হয় ঠিক করে। অনেক পরে রুম্মার সঙ্গে আলাপ। কিছু দিনের সম্পর্কের পর ওর বাড়ি থেকে চাপ দিলো। ঘাড় থেকে যতো তাড়াতাড়ি মেয়ে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আমার শ্বশুর। আমার বাড়িতে অবশ্য এই বিয়েতে মত ছিলো না। বিশেষ করে আমার বাবার। তবে আমি রুম্মাকে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। আমি নিজে থেকে ওর হাত ছেড়ে যাবো না কোনো দিন। তাই

নিজের বাড়ির অমতেই বিয়েটা করেছিলাম। ভেবেছিলাম বিয়ের পরেই না হয় চুটিয়ে প্রেম করা যাবে। তবে রুম্মা বলতো আমি প্রেমিক হিসেবে মন্দ নই।

প্রথম দিন আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কী না কী বলেছিলেন। আজ আবার তাকে নিয়েই নিজের গোপন অনুভূতি গুলো শেয়ার করছেন!

কারণ আমাকে পাগল বানানোর পেছনে তো ও নিজে দায়ী। আমি তো কোনো দিক দিয়ে পাগল নই। এই যে আপনি পর পর তিন দিন এলেন, আমার কথাবার্তা কি আপনার অসংলগ্ন মনে হয়েছে? আপনার কি মনে হয়েছে আমি আপনাকে গিলে খেতে চাইছি? আপনার দমবন্ধ হয়ে আসছে? মনে হয়েছে এসব?

কেউ কি বলেছে আপনার সঙ্গে থাকলে এগুলো মনে হওয়া উচিত?

আলবাত বলেছে! একশো বার বলেছে! আমার স্ত্রী বলেছে! আমার কলেজের কলিগরা বলেছে! আমার স্টুডেন্টরা বলেছে!

কীসের ওপর আপনার সবচেয়ে বেশি রাগ বলুন তো মিঃ মুখার্জি? কোন জিনিসটা দেখলে আপনার ঠিক গিলে খেতে ইচ্ছে করে?

সব কিছুকে। সবাইকে। সকলেই যেন একটা বিভীষিকা। একটা জগদ্দল পাথর। ক্রমশ চেপে বসতে চাইছে আমার বুকের ওপর। মাঝে মাঝে মনে হতো পালিয়ে যাই। বাড়িতে আমার ওই খাতার ক্যানভাসটাতে উপুর করে দিতাম আমার সব কষ্ট। কিন্তু তাতেও শান্তি কই! রুম্মার মুখ ঝামটা সহ্য করে ওই ক্যানভাসে তুলি বোলানো আমার সাধ্যি ছিলো না। নিজের কতো আঁকা যে নিজেই পুড়িয়ে দিয়েছি, আমার আর মনে নেই। সকলেই আমাকে দেখে কেমন যেন একটা ভয় পেতে শুরু করেছিলো জানেন! আমারও কাউকে, কাউকেই আর ভালো লাগে না।

আমাকেও না?

জানি না। তবে আপনার আমার কাছে আসাটাকে ভালো লাগে। আপনার গা থেকে বেরিয়ে আসা নিশিগন্ধার সুবাসটাকে ভালো লাগে। আপনার হাতের স্পর্শটাকে ভালো লাগে। মারিয়ানা খাতের মতো অতলস্পর্শী আপনার চোখ দুটোকে আমার ভালো লাগে। আপনার গলার স্বর আমার ভালো লাগে, অনেকটা সেতারের ঝঙ্কারের মতো। অথচ আমাদের আলাপ দেখুন, মাত্র কিছু ঘন্টার। কিন্তু তাও দূরত্বটা যেন কোথাও উবে গেছে!

দূরত্ব অনেক সময়েই মানসিক হয় মিঃ মুখার্জি। আপনি এই মানসিক দূরত্বেরই শিকার।

প্রকারান্তরে কি আমাকে পাগলই বললেন?

মোটেই না। তবে হ্যাঁ, এবার থেকে কেউ আপনাকে পাগল বললে বলবেন, ঠিক ধরেছেন আমি আদতেই পাগল। লালন যেমন পাগল ছিলো, রুক্মিণী যেমন পাগল ছিলো, জুলিয়েট যেমন পাগল ছিলো, আমিও ঠিক সেইরকম পাগল!

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, আমি সুপুরুষ? মেয়েদের নাকি আমি আরাধ্য!

আরাধ্য হতে গেলে পাগল হতে হয় বই কি! দুটো শব্দকে সমার্থকও বলতে পারেন। আপনি সত্যিই সে অর্থে মেয়েদের আরাধ্য পুরুষ, গ্রীসের দেবতাদের মতো নয়, কোনো এক পাগল কবির মতো!

আপনারও?

কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে নেই মিঃ মুখার্জি। সব প্রশ্নের জবাব আমাদের সমাজ মেনে নেয় না। মেনে নেয় নি কোনোদিন।

আপনার সঙ্গে কথা বলে এক অদ্ভুত আরাম অনুভব করছি জানেন! রুম্মার সঙ্গেও কথা বলতাম, কিন্তু এই আরামটা ঠিক পেতাম না।

আপনার ভালো লাগে শুনে, আমারও ভালো লাগলো। বাই দা ওয়ে, নীল রংটাতে আপনাকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে।

রুম্মার দেওয়া পাঞ্জাবি এটা। আজ সদ্য ভাঙলাম।

একটা কথা বলি মিঃ মুখার্জি? রুম্মাকে ফিরিয়ে আনুন। আপনি বললে ও না করতে পারবে না।

কীভাবে ফিরিয়ে আনবো? কী বলবো ওর কাছে গিয়ে?

ওর প্রিয় ফুল কী ছিলো? সেটা নিয়ে যান !

প্রিয় ফুল? তা তো জানি না। চেষ্টা করি নি কোনো দিন।

তাহলে না হয় আপনারই পছন্দের এক গোছা ফুল নিয়ে যান। রজনীগন্ধা তো আপনার প্রিয় ফুল।

ওটা পালটে গেছে শ্রীতমা। এখন অপরাজিতা।

আপনার হাতের প্রার্থী অন্য কেউ মিঃ মুখার্জি। আমার হাত দুটো ছেড়ে দিন প্লিজ।

হবে হয় তো। কিন্তু কী জানেন শ্রীতমা, এই প্রার্থী শব্দের তর্জমা কবিতাতে অনেক বার করা হয়েছে। সেটা অধিকাংশ সময়েই ছন্দ মেলাতে, ভাব প্রকাশের তাগিদে নয়।

আমাকে আজ আবার উঠতে হবে। এই নিন আপনার দেওয়া কাগজ। ওটা আমি ছিঁড়ে ফেলি নি। আর হয় তো আমার বা এই কাগজের দুটোরই, দরকার পড়বে না আপনার।

মানে! আপনি আর আসবেন না?

জানি না। তবে প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আসবো।

সুতো ছেঁড়ার থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেই ভালো করতেন শ্রীতমা। পিছু ডাকা আমার সিলেবাসে নেই।

আপনি গান গাইতেন না মিঃ মুখার্জি? যাওয়ার আগে একটা গান শোনাবেন না?

গান? একটা গান আমার বাবার খুব পছন্দের ছিলো। ''আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন, দিল ওহি মেরি ফাস গ্যায়ি''!

— —

আসবো স্যার? আমাকে ডেকেছিলেন?

এসো। বোসো শ্রীতমা। তুমি তো চমৎকার করে দিয়েছো দেখছি। মিঃ মুখার্জি এখন আগের থেকে অনেক সুস্থ। তোমার কাউন্সিলিং-এ দারুন ফল দিয়েছে। উনি ওনার স্ত্রীকেও ফিরিয়ে এনেছেন।

হুম। শুনে ভালো লাগলো। ওনার ঠিক কী হয়েছিলো ডাক্তারবাবু? মানে কোনো ট্র্যাজিক কিছু?

ওনার স্ত্রী ঠিক করে কিছু বলতে পারেন নি। তবে মিঃ মুখার্জির বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই উনি বেশ কিছুটা বদমেজাজি হয়ে পড়েছিলেন। আমার চেম্বারে এসে, সেটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম। আমাকেও পারলে চড় মারতে উদ্যত হয়েছিলেন উনি। ওঁর স্ত্রীয়ের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই এটা নিয়ে খুব ঝগড়া হতো। একবার মিঃ মুখার্জি তো ওনার এক কলিগের খাওয়ার পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তার পরেই ওনার কলেজ থেকে ওনাকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিলো কিছুদিনের জন্য। তবে ভালো খবর উনি এখন বেশ সুস্থ। বদমেজাজটা আর নেই বললেই চলে। তবে একখানা নতুন পাগলামিতে পেয়েছে ভদ্রলোককে।

কীরকম স্যার?

উনি এখন হেঁকে ডেকে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন যে উনি নাকি পাগল, লালনের মতো, মজনুর মতো, দারবিশের মতো। আর ওনার সব সাদা পাঞ্জাবি গুলোকে ওনার আঁকার তুলি দিয়ে নীল রংয়ে পেইন্ট করতে শুরু করেছেন উনি। ওনার বউ এখন এই নিয়ে একটু বিপদে পড়েছেন।

আচ্ছা স্যার, আপনি তো মিঃ মুখার্জির বউকে দেখেছেন? কেমন দেখতে ওনার বউ? ওনার বউয়ের খোঁপা কি আমার চেয়ে সুন্দর? ওনার বউয়ের চোখ কি আমার চেয়েও গভীর? ওনার বউ কি আজও নিশিগন্ধার সুবাসটা মাখে?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না শ্রীতমা। এসব আমি কীভাবে..? মানে... Anyway, তোমার জন্য মিঃ মুখার্জি একটা গিফট পাঠিয়েছেন। ওনার আঁকা একটা ছবি। তুমি তো ভালো ক্রচেট করতে পারো জানি। একটা অপরাজিতা বানিয়ে ওনাকে রিটার্ন গিফট পাঠালে কেমন হয়? তোমার প্রিয় ফুল তো অপরাজিতা।

ওটা বদলে গেছে স্যার। আজ থেকে ওটা রজনীগন্ধা !

স্মৃতি রোমন্থন

রানা পাত্র
দর্শন বিভাগ

নতুন বছর পরতে আর কিছুদিনের অপেক্ষা। দেখতে দেখতে ৭৫টা বছর কাটিয়ে ফেললাম। আর কিছুদিন পরেই ২০৭৬ সাল পড়বে।

গল্পের বই গুলো গোছাতে গোছাতে চোখ পড়লো রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর ওপর। বইটি হাতে নিয়ে ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি কাগজ। সেই কাগজটি খুলতেই পুরাতন আধ বোঝা একটি নম্বর এবং পাসওয়ার্ড। দেখে বুঝতে বাকি রইল না - এটি আমার Facebook-এর পাসওয়ার্ড। সে এককালে Facebook অনেক করেছি। এখন তো আর সেসব মনেও পড়েনা, বয়স ও তো হয়েছে।

বিছানায় শুয়ে আজকাল বড্ড একঘেঁয়ে লাগছে। পাশে থাকা চশমাটা হাতে নিলাম। দরজার পাশ থেকে লাঠিটি নিয়ে নাতনির ঘরে গেলাম গল্প করবো বলে। গিয়ে দেখলাম নাতনি ল্যাপটপে কিছু একটা করছে। এখন শুনি পড়াশোনায় খাতা বই এর চল প্রায় নেই ই, সবই অনলাইন ভিত্তিক। নাতনি আমায় দেখে বসতে বলে বেরিয়ে গেল কোথাও। চশমা চোখে দিয়ে ল্যাপটপের দিকে এগোতেই বুঝলাম Facebook খোলা, মনে পড়ে গেল সকালেই তো খুঁজে পেলাম পাসওয়ার্ড।

একসময় ২৪ ঘণ্টা চ্যাটিং, কোন ছবি আপলোড দেবো সেসবেই ব্যস্ত থাকতাম। কৌতূহল বশত Log in করেই ফেললাম শেষমেশ। দেখলাম ১২৭৫ টি ম্যাসেজ। I'd চেনা যাচ্ছেনা, পুরোটাই অপরিচিত ঠেকছে। খুব কাছের কয়েকজন বন্ধুর ম্যাসেজ দেখলা — "বন্ধু, শরীর ভালো নেই, খুব বেশি দিন হয়তো বাঁচবো না"। এটি ৯ বছর আগের ম্যাসেজ। ৬ বছর আগে খবর পেয়েছিলাম বন্ধু আর নেই। গ্রুপগুলো কতই না জমজমাট থাকতো আমাদের আড্ডাতে, খুনসুটিতে। এসবই আজ স্মৃতি মাত্র। তারপর চ্যাট লিস্টের একেবারে শেষে দেখলাম তার ম্যাসেজ। আমার পুরোনো ভালোবাসা, ভাগ্যক্রমে আমাদের বিয়েটাই হয়নি। ওর কোনো খবর জানিনা আজ। হঠাৎ মনে হলো ঘুরে আসি ওর আইডি দিয়ে, গিয়ে দেখি আগের মতো কিছুই নেই। সেই চুলের স্টাইল, পরনে লাল, নীল চুড়িদার আর নেই।

ভাগ্যক্রমে এখন তা অন্য, প্রতি ছবিতে সাদা শাড়ি, কাচা পাকা চুল। হঠাৎ স্ক্রীন এ দেখি আমিও বুড়ো হয়েছি। ও দেখলে নিশ্চই বলতো - "বুড়ো দাদু"। আচ্ছা ও এখন কেমন আছে? জানিনা। হঠাৎ স্ক্রোল করতে করতে দেখলাম ওরই এক আত্মীয়ের পোস্ট,- "ঠাকুমা আপনি যেখানেই থাকবেন ভালো থাকবেন" দেখলাম এটি ৬ বছর আগের। বুঝলাম সেও এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে। হায়.. অজান্তেই চোখের কোণে জল জমলো। এরপর অন্য সব বন্ধুদের I'd চোখে পড়লো। কি অদ্ভুত না!! ওদের I'd গুলো এখনো প্রানবন্ত, কিন্তু কিছুজন আর প্রানবন্ত না। যে বন্ধুটি রোজ নতুন নতুন ছবি পোস্ট করতো সেও ১৭ বছর আগেই গত হয়েছে ক্যান্সারে, দেখতে গিয়েছিলাম। লেখক বন্ধুটি ৮ বছর পোস্ট দিয়েছিলো ওর ছেলে ওকে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে এসেছে। এসবের মাঝেই আমার কিছু ছবি দেখলাম, কত স্মৃতি বন্ধুত্বের, সংসারের। কাঁদলাম আবার হাসলাম ও এসব দেখে।

কত কিছুই যে মনে পড়ছে, দীর্ঘ কত বছর কাটিয়ে এলাম। এখন সবই স্মৃতি। হঠাৎ নাতনির ডাকে ঘোর কাটলো — "দাদুভাই, ল্যাপটপটা দাও, আমি বেরোবো। আমি আমার I'd টা আবার logout করে দিলাম। যদি বেঁচে থাকি আবার ১০ বছর পর ফিরে এসে দেখবো। আর যদি না থাকি অতীতের অন্ধকারে মিশে যাবে আমার স্মৃতি।

জীবনানন্দের ওই কবিতার লাইনটি খুব করে মনে পড়ছে এখন —

"আবার আসিব ফিরে,
ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।
হয়তো মানুষ নয়,
হয়তো বা শঙ্খচিলের বেশে"।

উদয়ন স্মৃতি আশ্রম

বুবাই চক্রবর্তী

বেশ কিছুদিন ধরে টানা বৃষ্টির পর আজ একটু রোদ উঠেছে। মঙ্গল গ্রামে আজ হাটের দিন, ধুনসী পাহাড়ের পাদদেশে আজ হাট বসে, লোকে লোকারন্য হয় চারিদিক।

নবারুন সান্যালের শরীরটা খুব একটা ভালো যাচ্ছেনা, এককালের দৃঢ় লম্বা শাল গাছের মতো শরীরটা,বছর ৭৫-এর ভারে আর সর্দিগর্মিতে বড্ড কাবু হয়েছিলো কয়েকদিন।।

কয়েক কিলোমিটার দূরে নিজের পুরোনো সাইকেল চালিয়ে হাটে এসেছেন এলাকার দীর্ঘদিনের সুপরিচিত সান্যাল মাষ্টার।

যদিও এই মাষ্টার মহাশয়ের পড়াশোনার দৌড় উচ্চ বিদ্যালয়ের গন্ডিতেই শেষ হয়েছিলো, তবুও তিনি এই অঞ্চলের সবার কাছেই সান্যাল মাষ্টার।

কয়েকদিন যাবৎ ছেলেমেয়েদের মুখে খিচুড়ি বাদে কিছুই তুলে দিতে পারেননি তিনি।

গতকাল নিজের একটা প্রাচীন রুপোর ভারী চেন সমাদ্দারের কাছে রেখে, বেশ কিছু নগদ যোগাড় করতে পেরেছেন। তাই আজ মনস্থির করে হাটে এসেছেন একটু মাংস নিয়ে যাবেন ছেলেমেয়েদের জন্য, প্রায় একমাস হলো ওরা মাংস খায়নি।

ডুহক কসাই এর কাছ থেকে পাঁচ কিলো দেশী মুরগী, হারানের কাছ থেকে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তরিতরকারি নিয়ে ফেরার সময় হাটের মাঝের বটগাছের সামনে হঠাৎই থমকে গেলেন নবারুন সান্যাল।

—অবনী ঘোষের বিদ্যুৎ বাম, বিষ ব্যাথার যম......

হাটুর ব্যাথাটা বেড়েছে বৈকি, বছরখানেক আগে গাছ থেকে ঘুড়ি পেড়ে দিতে গিয়ে ডাল ভেঙে বেকায়দায় পড়ে গেছিলেন স্যানাল মাষ্টার।

ছেলেমেয়েদের সামনে সেভাবে প্রকাশ না করলেও, হাটুর ব্যাথাটা রয়ে গেছে সেভাবেই।।

বাবার নামে আবাসিক অনাথ আশ্রমের ভাবনাটা তখনই এসেছিলো নবারুন সান্যালের মাথাতে।

বর্তমানে এই বাড়িতেই নবারুন বাবুর জন পনেরো ছেলেমেয়ের একসাথে বসবাস। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠটা সকাল বিকেল তিনিই পড়ান ওদেরকে, তারপরে হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। ওরা এখানেই থেকে বড়ো হয়, পড়াশোনা করে। অবিবাহিত নবারুন বাবুর উপরেই, এদের রান্নাবান্না এবং আগলে রাখার সব দায়িত্ব।।

হাইস্কুল শেষ হবার পর, ছেলেমেয়েদের অনেকেই শহরে চলে যায় কাজের জন্য, পড়াশোনার জন্য।।

নবারুন মাষ্টার যদিও চান, ওরা সব পড়াশোনা করে আরও বড়ো হয়ে উঠুক।।

— শুভ পিতৃদিবস বাবা, একে একে প্রণাম করে বলে উঠলো রুমকি, হাসান, সুবল, কেতকী আর রেজিনা।।

ওরা এখন সবাই প্রতিষ্ঠিত, শহরেই থেকে বিভিন্ন জায়গাতে কাজ করে।

নবারুন সান্যালের চারিদিক থেকে, আরও জন পনেরো কন্ঠ সমস্বরে বলে উঠলো শুভ পিতৃদিবস বাবা।

সান্যাল মাষ্টারকে গ্রামের মানুষ বা ছেলেমেয়েরা, আগে কখনোই কাঁদতে দেখেনি !

নিজেদের খাবার ঘরে নয়, সামনের বারান্দাতে সবাই একসাথে খেতে বসেছে আজ, গরম ভাতের উপরে একে একে পড়ছে ডাল, তরকারি, মাংস, মিষ্টি!

নবারুন বাবু আর তাঁর ছেলেমেয়েরা আজ বহুদিন পর অন্য হাতের উপাদেয় রান্না খাচ্ছেন!

বাড়ির সামনের সানশেডের উপরের বিবর্ন হতে চলা, ''উদয়ন স্মৃতি আশ্রম'' লেখা সাইনবোর্ডের উপর তখন উজ্জ্বল সোনালী রোদ্দুর।

—না! পকেটের বেঁচে থাকা টাকাগুলো মনে মনে হিসেব করে নিয়ে, সাইকেলে উঠে পড়েন নবারুন সান্যাল।

ছেলেমেয়েদের দুধের টাকাটা কাল সকালে গোয়ালাকে দিয়ে দিতে হবে, গতমাস থেকে জমছে।

সম্মান করে তাই মুখ ফুটে বলতে পারছেনা, তিনি সেটা জানেন।

উত্তরদিকের ঘরগুলোর ছাদ থেকে জল পড়ছে, রতনকে ডেকে ঠিক করার কথা বলতে, রতন বলেছে সে মজুরি নেবেনা!

কিন্তু জিনিস পত্রের দামটা তো দিতে হবেই।

হনহন করে জাতীয় সড়ক ধরে সাইকেল চালাচ্ছিলো নবারুন সান্যাল, তার মাথার ধবধবে সাদা চুল আর মুখের অনিয়মের বড় দাড়ি হাওয়ার গতির সাথে ক্রমাগত লড়াই করছে!

তিনি আর কতদিন লড়াই করতে পারবেন এভাবে?

পেনশনের টাকাটা একমাত্র সম্বল, তাও সেটা অনিয়মিত

পিতৃসম্পত্তিতে পাওয়া সবই একে একে শেষ হয়েছে, পড়ে আছে শুধু ঐ বৃহৎ ভগ্নপ্রায় বর্ধিষ্ণু বাড়িটি,গ্রামের মানুষের মাষ্টার বাড়ি।।

একদিকে ইটের কঙ্কাল বেরিয়ে থাকা গেটের সামনে এসে সাইকেল থেকে নেমে, হাঁপাতে থাকলেন নবারুন সান্যাল।

—না! শরীরটা সত্যিই খারাপ হয়েছে।

গেট দিয়ে ঢুকে অযত্নে বড়ো হওয়া বাগানটা পেরিয়ে, বারান্দার দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে থমকে গেলেন সান্যাল মাষ্টার।

বারান্দাতে হাসিমুখে দাড়িয়ে রুমকি, হাসান, সুবল, কেতকী আর রেজিনা!

ওরা এই অনাথ আশ্রমের প্রথম আবাসিক, কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গাতে যাতায়াতের সূত্রে, চন্ডীপুরে এক ভয়ঙ্কর বন্যার পরে একে একে পেয়েছিলেন ওদের।

অন্ধকার

বিসান কুমার ব্রহ্মা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার

আমার বাড়ির জমিটা অনেকটা বড়। মাঝখানে বাড়ি, বাদবাকিটা পুরোটা বাগান। সারি সারি সুপারি গাছ দিয়ে জমিটা ঘেরা। বাগানে চারটে নারকেল গাছ, একটা লিচু গাছ,ছটা আম গাছ,দুটো পেয়ারা গাছ, একটা আতা গাছ ও নানা রকম ফুল গাছ আছে। চারিদিক খোলা মেলা, সারাদিন ফুরফুরে হাওয়া, দিনের বেলায় সূর্যের আলোয়ে ঘর ভরে উঠত। দিস ভাগ হওয়ার সময়ই আমার ঠাকুরদা কিছু পরিমাণ অর্থ নিয়ে এদেশে চলে আসে, তখন, ঠাকুরদা এদেশে দু:সম্পর্কীয় আত্মীয় মারফত এই জমিটা কেনে। ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলাম,ওদেশে তারা নাকি জমিদারের নায়েব ছিল। আমার প্র-পিতামহ ধীরে টাকা-পয়সা জমিয়ে বিশাল অর্থের মালিক হয়। তিনি খুব দয়ালু মানুষ ছিলেন। সে যুগে যেকোনো উৎসবে আমাদের বাড়িতে পাঁচগ্রাম বসে খেত। ছোটবেলায় যখন এইসব কথা শুনতাম, আশ্চর্য হতাম। আমি নায়েব বংশের নাতি! গর্বে বুক ফুলে উঠত। তবে, মাঝ বয়সে আফশোস হতো! যদি আমরাও বড়লোক হতাম! কি ভালই না হতো! এখন পুরোটাই ভাওতা বলে মনে হয়। ঠাকুরদার বানানো গল্প! ওদের থেকে যারাই এদেশে এসেছে, তারা সবাই নাকি বিশাল অর্থের মালিক ছিল! ভয়ে সব কিছু ছেড়ে এদেশে পালিয়ে এসেছে। এখন তারা সবাই আফশোস করে।

অনেকদিন আগেই আমার ঠাকুরদা গত হয়েছেন। তিনি এদেশে পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। তিনি জমি কিনে একতলা দালান বাড়ি বানিয়েছিলেন। আমার বাবা সেই বাড়িটাকে দো'তলা করেন। আমার বাবা এক টেলিকম সংস্থায় চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার হয়েছেন। আমি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করি। কোম্পানির সেলস ডিপার্টমেন্টে আছি। মোটামুটি ইনকাম হয়। আমার ছেলেটাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। একটা প্রাইভেট টিউশনে ভর্তি করিয়েছি। ছেলে খরচ,বৌয়ের দাবী দাওয়া, বাবা-মার ওষুধ! আর পেরে উঠছি না! যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে! খরচাও বাড়ছে! বাবা পেনশন পায় ঠিকই, সে টাকায় চিঁড়েও ভেজে না। বাবাকে বললাম, ''এত বড় জমির একটা দিক যদি প্রোমোটারকে দি, তাহলে বেশ টাকা-পয়সা আসে!''

— ''দেখ, কি করব! যেটা ভালো বুঝিস সেটাই কর!''

সাতটা সুপারি গাছ, একটা নারকেল গাছ, দুটো আম গাছ, একটা লিচু গাছ কাটা পরল, তৈরি হল ফ্ল্যাট। বেশ ভালো পরিমাণ টাকা পেলাম। দুটো ফ্ল্যাটও পেলাম, চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। রোজ রোজ মালিকের গালিগালাজ শুনতে ভালো লাগে না। ব্যবসা শুরু করলাম। কনস্ট্রাকশন বিজনেস। এক বন্ধুর সাথে শুরু করলাম পার্টনার হিসেবে। এখন, পঁয়ত্রিশ টাকা চালের বদলে পঞ্চাশ টাকায় চাল কিনি। পাড়ার মুদিখানার দোকান থেকে এখন মাসকাবারি জিনিস কিনি না। অনলাইনে অর্ডার দি। ওরা বাড়ি এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। ছেলেকে পাড়ার ইংলিশ মিডিয়াম থেকে ছাড়িয়ে, শহরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করলাম। ছেলেটা বড্ড মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, এখন ফ্রিজে মিষ্টি বারোমাস থাকে। আমার বউ সারপ্রাইজ পেতে খুব পছন্দ করে। আগে পারতাম না, এখন আমি মাঝে মাঝে সারপ্রাইজ দি। বউয়ের হাসি কার না ভালো লাগে! এখন রাত'ও বেশ ভালো কাটে। তবে আরেকটু হলে ভালো হতো!

একটা সমস্যা হলো, ফ্ল্যাট থাকার জন্য বাড়ির একটা দিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। ওই দিক থেকে আর আলো-বাতাস আসে না। তবে, তাতে বিশেষ সমস্যা হয় না, পরিবার নিয়ে ভালো আছি, এটাই বড় কথা!

এক বন্ধু বলল, "তোর বাড়ির এত জায়গা! আরেকটা দিক প্রোমোটারকে দিয়ে দে! শুধু শুধু জায়গাটা নষ্ট হচ্ছে, ভালো দাম পাবি—" আমিও ভেবে দেখলাম বন্ধু ঠিকই তো বলেছে। শুধু শুধু একটা দিক পড়ে আছে! আরেকটা দিক প্রোমোটারকে দিয়ে দিলাম। এবার আর বাবার অনুমতি নিলাম না। বাবার বয়স হয়েছে। যাইহোক, বাবার একমাত্র ছেলে আমি। সব তো আমারি। আটটা সুপারি গাছ,একটা নারকেল গাছ, একটা আম গাছ, দুটো পেয়ারা গাছ কাটা পরল। বাড়ির আরেকটা দিকে তৈরী হলো ফ্ল্যাট। এবার ফ্ল্যাটের পরিবর্তে পুরোটাই টাকা নিলাম। পঞ্চাশ টাকার চাল আমরা খাইনা। নব্বই টাকার বাসমতি চাল কিনি। ছেলেকে অনলাইন কোচিং-এ ভর্তি করিয়েছি। শুনেছি, সেসব কোচিং-এ নাকি বড় বড় অভিনেতা, বিজনেস ম্যানের ছেলেমেয়েরা পড়ে। ছেলের এখন মিষ্টি খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। এখন ছেলে অনলাইনে বিদেশী খাবার অর্ডার করে। আমি অতসবের নাম জানিনা। বউয়ের জন্মদিনে সারপ্রাইজ হিসেবে একটা গাড়ি দিয়েছি। এখন আর আমায় 'ওগো' বলে ডাকে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ গালে চুমু খেয়ে চলে যায়। মুখে রাগ দেখালেও, আমার এসব ভালই লাগে। এখন রঙিন রাত কাটে। তবে আরেকটু হলে ভালো হতো!

এখন বাড়ির দুই দিক অন্ধকার। ফ্ল্যাটের জন্য আলো বাতাস ঢুকতে পারেনা। আমার বাড়িটা কেমন একটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সারাদিন গুমোট হয়ে থাকে। তবে, তাতে কি! পরিবার নিয়ে রাত খুশিতে কাটে।

দুই বছর আগেই বাবা মারা গেছে। এখন আমি প্রমোটিং করি। আমি ও আমার ভাইরা ভাই দুজনে পার্টনার। ভাইরা ভাই বলল, "তোমার বাড়ির পিছনের জমিটা ফাঁকাই আছে। ওটা দিয়ে ব্যবসা শুরু করি।" আমি ভাবলাম, দুই দিকে ফ্ল্যাট আছে, পিছনের দিকটা তো ফাঁকা। প্রমোটিং-এ কাঁচা টাকা পুরোটাই লাভ! পাঁচটা সুপারি গাছ, দুটো আম গাছ, একটা নারকেল গাছ ও একটা আতা গাছ কাটা পরল। নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হলো। প্রচুর লাভ হলো। আরো দুটো দামী বিদেশী গাড়ি কিনলাম। সিনেমায় দেখেছি এই গাড়িতেই নায়ক তার নায়িকাকে নিয়ে লং-ড্রাইভে যায়। স্টেশন চত্বরে একটা ফ্ল্যাট কিনলাম। পুরো পনেরশো স্কয়ার ফিট। নব্বই টাকার চাল খাইনা, একশো তিরিশ টাকার চাল আসে। অনলাইনে অর্ডার দি। ছেলেকে একটা বড় বেসরকারী কলেজে ভর্তি করেছি। কলেজ তো নয়, পুরো রাজপ্রাসাদ। বউয়ের বাপের বাড়িটা সাজিয়ে দিয়েছি। দুটো কাজের লোক বউয়ের সেবা করে। বউ আমায় জড়িয়ে ধরে। আমার রাত ঝলমলে কাটে। তবে, আরেকটু হলে ভালো হতো!

তবে এখন আমার বাড়ির একদিক দিয়ে আলো বাতাস ঢোকে। বাড়িটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। সারাদিন ভ্যাপসানো গুমোট হয়ে থাকে। তবে, টাকার অদ্ভুত আছে। ছোটবেলায় শুনতাম টাকা দিয়ে সব কেনা যায় না। যারা এসব কথা বলে, তারা মিথ্যুক! তারা হয় গরীব, না হয় অন্যের উপরে উঠে যাওয়া তাদের সহ্য হয় না। আমি আরো টাকা কামাতে চাই! এ এক নেশা! ভালো থাকার নেশা! আমি আরো এই নেশায় পরতে চাই!

আমার নেশায় বাড়ির একমাত্র ফাঁকা জায়গায় আমি ফ্ল্যাট তৈরি করি। তিনটি সুপারি গাছ, একটা নারকেল গাছ ও একটা আম গাছ কাটা পরল। চারিদিকে শুধু টাকা আর টাকা! ছেলে সারাদিন বন্ধু নিয়ে মত্ত থাকে। মাঝে মাঝে বাড়িও ফেরে না। বউকে সারপ্রাইজ দিলে আগের মতো খুশি হয় না, সবই একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমি ভালো নেই।

আমার বাড়ির চারিদিক অন্ধকার। রঙিনে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। আমার রাত, আগের রাত ভেবে কাটে।

পুনর্মিলন

রানা পাত্র

অভাব, অনটনে বেড়ে ওঠা প্রতিমা। সেই প্রতিমার বিয়ে হয় কলকাতার এক ধনী পরিবারে। সংসার জীবন ভালোই কাটছিল, উপরি সুখ হয়ে জন্ম নিল তার ছেলে - বাপ্পা।

কিন্তু বেশিদিন এই সুখ তার ভাগ্যে ছিলো না, বাপ্পা হওয়ার মাস খানেক যেতে না যেতেই অশান্তি শুরু হলো। হঠাৎই প্রতিমা জানতে পারলো তারই শ্বশুরবাড়ির লোকের চক্রান্ত, গরীব হওয়ার কারণে তাকে মেরে বিয়ে দিতে চায় তাদের ছেলের আবার। রাত ১টা তখন, বুঝে উঠতে পারছে না প্রতিমা কি করবে তখন, হাতে মাত্র ৩৫০০ টাকা। ঐটুকু সম্বল নিয়েই ছেলেকে নিয়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলো তার বাপের বাড়ি টাকিতে ।

ননদকে প্রতিমা প্রচণ্ড পরিমাণে ভালোবাসে, ফলে তার কাছে জানায় সবটা। ননদ সব শোনার পর প্রতিমাকে তার বাড়ি যেতে বললো। ওনাদের বাড়ি হাওড়া। প্রতিমা কোনো রকমে ছেলেকে নিয়ে হাওড়াতে ননদের বাড়ি পৌঁছলো। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ননদের কথা মতো প্রতিমা তার তিন মাসের বাপ্পাকে শেষ বারের মতো কোলে নিয়ে অজস্র অশ্রুধারায় ভেঙে পড়লো। সে নিজেও জানত না যে আবার কবে দেখা হবে? ট্রেন ছাড়ার পর ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগলো কাছের জিনিস। চোখ ভরা জল নিয়ে বাপের বাড়ি পৌঁছলো। এমন করেই কেটে গেল কিছু মাস ।

দুঃখ সহ্য করতে না পেরে প্রতিমা বাপ্পাকে দেখতে গেলো তার ননদের বাড়ি। প্রতিভার স্বপ্ন ছিল ছেলে বড় হয়ে আর্মি join করবে। পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় ননদ বলল বাড়িতে বুড়ো মা বাবা তার ওপর এত ছোটো বাচ্চার দেখা শোনা, তার খরচ যদি চালাতে না পারে, তাই তাদের কাছেই বাপ্পাকে রেখে দেবে এই সিদ্ধান্ত জানালো। শেষে প্রতিমা তার ননদকে জানিয়ে এলো, বাপ্পা যখন বড়ো হবে তখন তাকে জানাতে যে তার মা তার মামাবাড়িতে থাকে। কিন্তু কিছু মাস পরে প্রতিমা হঠাৎই জানতে পারলো যে তার ননদ এখন আর ঐ বাড়িতে থাকে না, কোনো কারণ বশত ভিটে ছাড়া হয়েছে। কোনো রকম খোঁজ খবর না পাওয়াতে প্রতিমা সন্তান হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়লো, ক্রমশ তার শরীর খারাপ হতে লাগলো। প্রতিমার মা তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখতে না পেরে প্রতিমাকে একটি অনাথ আশ্রমে শিশুদের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করে দিলেন, কিছুদিনের মধ্যে প্রতিমা সব বাচ্চাদের কাছেই অনেক প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দিনের শেষে একটি বার হলেও বুকের ভেতরের বেদনা অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসতো তার সন্তানের কথা ভেবে, ও কেমন আছে, কি করছে, কোথায় আছে এসব ভেবে। এই ভেবেই কেটে গেল ২২টা বছর। বাপ্পাও অনেক বড় হয়েছে, এখন সে একজন আর্মি। একদিন বাপ্পা কৌতূহল বশত তার পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করলো তার পিসির কাছে। একথা শুনলেই পিসি বারবার এড়িয়ে যেত বাপ্পাকে। কিন্তু আজ বাপ্পা শুনবেই। পিসি লুকোতে না পেরে বললো যে সে কিছুই জানেনা। শুধু বললো যে তার মামাবাড়ি আছে টাকিতে।

কিছু দিন পর বাপ্পা জানতে পারে তাকে ট্রেনিংয়ের জন্য টাকিতে যেতে হবে। হঠাৎই বাপ্পার তার পিসির কথা মনে পড়লো, তার মামাবাড়ি টাকিতে। সেদিন রাতে পিসির কাছে বাপ্পা তার মামাবাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলো, পিসি একপ্রকার বাধ্য হয়েই ঠিকানাটা দিলো। বাপ্পা সেখানে একটি চিঠি দিতে চায়। সেই রাতেই বাপ্পা একটি চিঠি পাঠালো, মাত্র চার লাইন এর তআমি বাপ্পা, আমার মা বাবা কেউ আছে কিনা জানিনা। আমার যদি কেউ নিজের থেকে থাকো,

আগামী সপ্তাহে আমি একটি ট্রেনিং-এর জন্য টাকি যাবো, স্টেশন এ দেখা করে নিও। আমার পরনে থাকবে আর্মির পোশাক, আর আমার নিজের কেউ থেকে থাকলে কালো রঙের পোশাক পড়ে এসো, চেনার সুবিধার্থে।

চিঠিটি ২ দিন পরে টাকি পৌঁছলো। প্রতিমা সেই মুহূর্তে ছিল আশ্রমে। প্রতিমার এক মাসি সেই চিঠি পেলো। রাতে প্রতিমা বাড়ি ফিরলে মাসি জানালো যে তার নামে একটি চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে। প্রতিমা ভাবতে থাকলো হয়তো কাজের জন্য কোনো চিঠি এসেছে। প্রতিমা চিঠি খুলে প্রথম লাইন পড়তেই নিজেকে আর সামলাতে পারলো না, হয়তো পড়ার আগেই জ্ঞান হারাবে। দীর্ঘ ২২ বছর পর সেই নাম। প্রতিমার অজান্তেই আজ চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে। অনবরত ঝরে চলেছে। প্রতিমা সব পড়ে নিয়ে তার মাসিকে বললো, মাসি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললো যে - ''তারমানে আর মাত্র ৪ দিন প্রতিমা'' এরপর প্রতিমা বাপ্পার কথা মতো কালো শাল গায়ে দিয়ে রওনা দিলো ভোর বেলায় টাকি স্টেশন এ, বাপ্পার সাথে দেখা করতে। স্টেশন এ পৌঁছনো মাত্র প্রতিমা শুনতে পেল কলকাতা থেকে টাকির উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন আসছে। ট্রেন থামার সাথে সাথে তার মাসি আর্মির পোশাক পড়া প্রত্যেককে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো ''তুমি কি বাপ্পা?, তুমিই কি বাপ্পা?'' সবাই উত্তর দিল- ''না''। এরপর প্রতিমা ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা চোখে দেখলো দূরে আর একজন আর্মি পোশাকে দাড়িয়ে আছে। প্রতিমা আলতো আলতো পায়ে ছেলেটির কাছে গিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখে দুটো হাত রেখে বললো — ''তুমি কি আমার বাপ্পা বাবা?''। ছেলেটি মাথা নাড়িয়ে বললো - ''হ্যাঁ, আমি আপনাকে চিঠিটি লিখেছিলাম, কিন্তু আপনি?''। প্রতিমা বাকরুদ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলো এই সেই আমার বাপ্পা!! সেই ছোট্ট বাপ্পা কতো বড়ো হয়ে গেছে। প্রতিমা উত্তরে বললো- ''আমি তোমার মা''। এইটুকু বলেই প্রতিমা তার ছেলের কোলে জ্ঞান হারায় ।

ভাই-এর মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ? ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।।

Tania Ghosh
Dept. of Physics

Vineeta Shaw
Dept. of Hindi

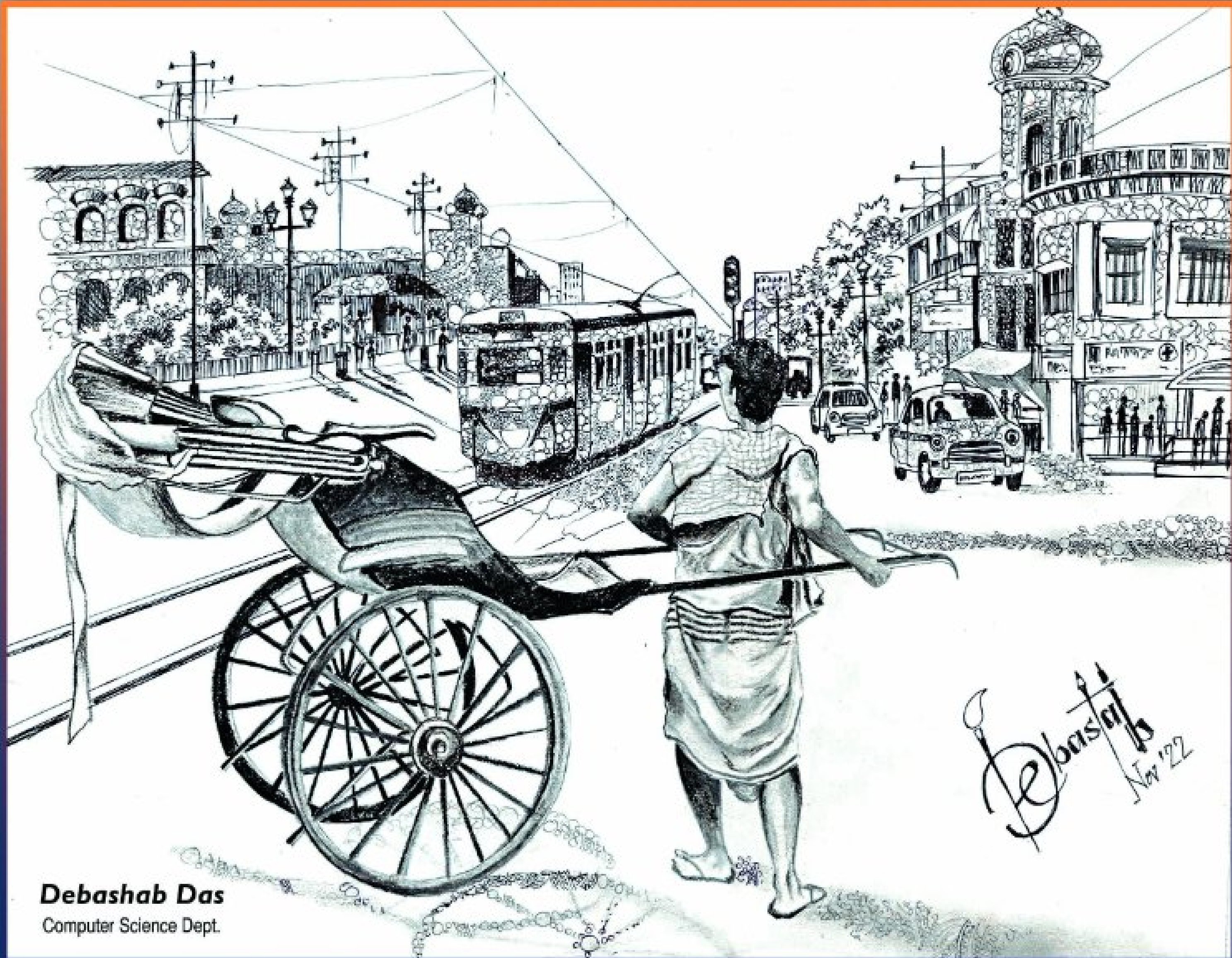

Debashab Das
Computer Science Dept.

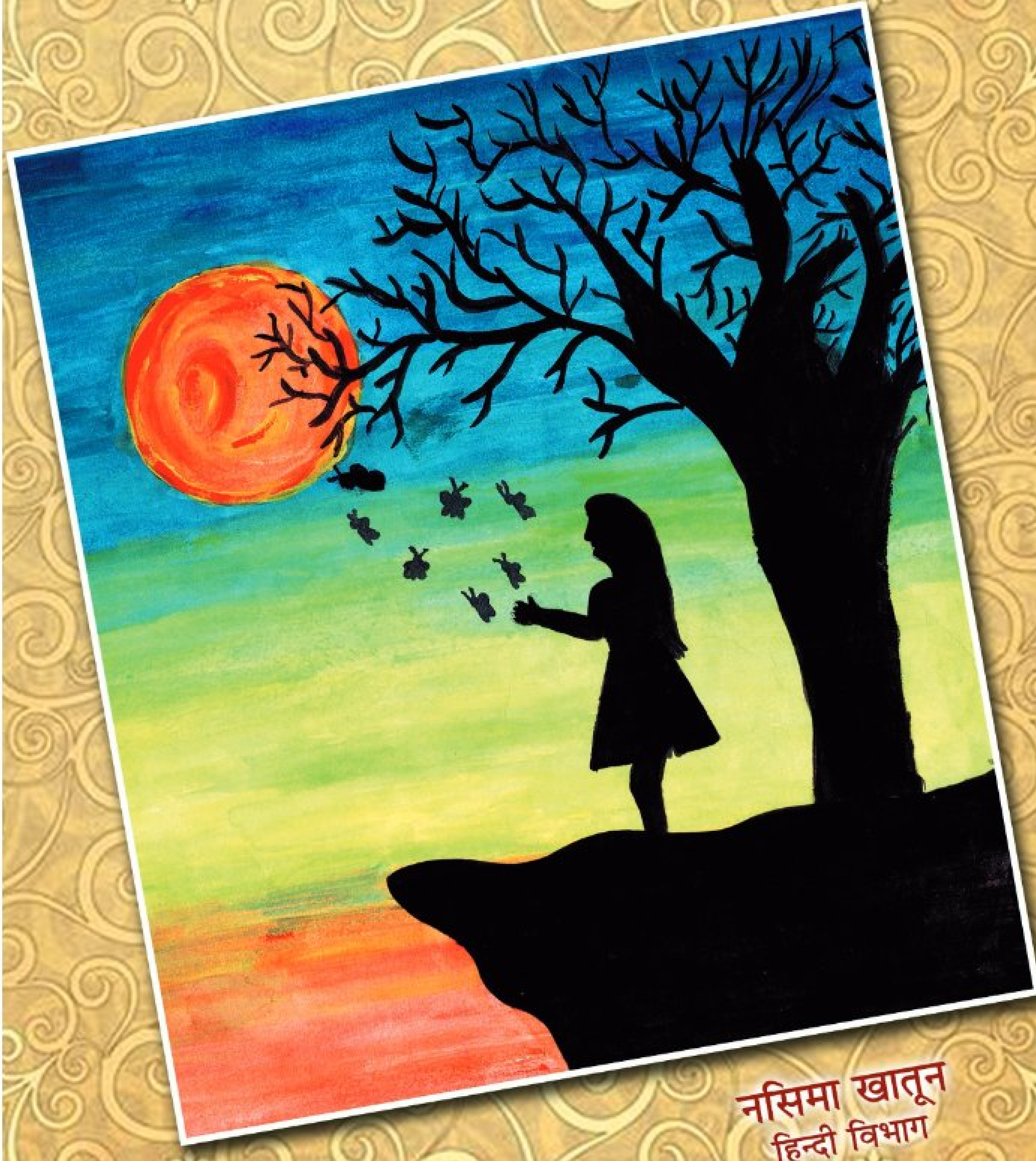

नसिमा खातून
हिन्दी विभाग

Sayani Pal
B.Com (Hons.)

Prity Kumari Shaw

History (Hons.)

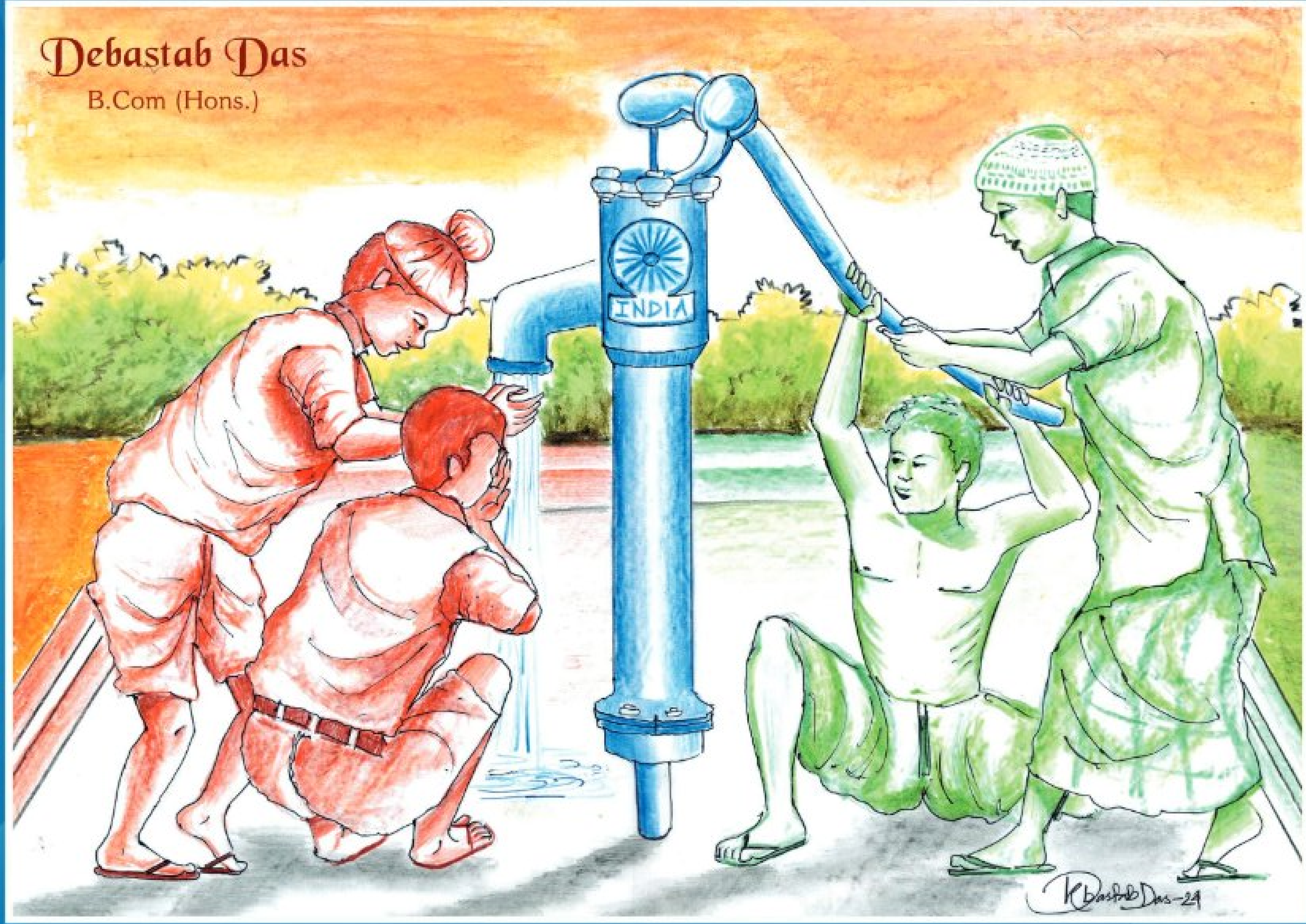

Debastab Das

B.Com (Hons.)

Madhuparna Paul
English (Hons.)

আমার কলেজ জীবন

সুশ্রীতা দে
বি.এ. দর্শন অনার্স, পঞ্চম সেমেস্টার

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা এইসব নিয়েই আমাদের জীবন। এর মধ্যে থেকে অতীতের সুখের স্মৃতিচারণ করলে মন ভরে যায়। স্মৃতি আমাদের বর্তমান কে ভুলিয়ে দূরে অতীতকে জীবন্ত করে তোলে। এই স্মৃতিচারণের অধ্যায়ে আমার কাছে আকর্ষণীয় আমার এই কলেজ জীবন। আমি তখন 5th সেমেস্টারের ছাত্রী। যেদিন শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথম কলেজে পা রাখলাম সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম আমার কিশোরী জীবন শেষ। যখন স্কুল জীবনে ছিলাম তখন পড়াশোনা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু কলেজ জীবনে পা রাখার পর অনেক চিন্তা মাথায় চলে এলো। এবার পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। সেই ভাবে পড়াশোনার সাথে সাথে কাজকর্ম নিয়ে ভাবনাও শুরু হয়ে গেলো। স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের গণ্ডিতে পা দেওয়া মানে এক ধাক্কায় অনেকটা বড় হয়ে যাওয়া।

কলেজের প্রথম দিনটার কথা খুব মনে পড়ে। গৃহশিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল ছাত্র-ছাত্রী কলেজে অনিয়ন্ত্রিত হুল্লোড়ে সময় কাটাচ্ছে। রাজনীতির হাতছানি চোখের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ব্যাচে অনধিক একশো ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রতিটি বিষয়ে দু-তিন জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকে কলেজে আসার জন্য অপেক্ষা করতাম। প্রথমেই দেখলাম, একই ক্লাসরুমে সব বিষয়ের ক্লাস হয় না, তাই প্রতি ক্লাসের শেষে সবাই যাচ্ছে পরের ক্লাসের সেরা আসনটি দখল করতে। তেমনই আমিও গেলাম ক্লাস করতে। ৩৬ নম্বর ক্লাসরুমে ক্লাস ছিল সেদিন। প্রথম ক্লাসটি ছিল রুপা ম্যামের। পড়া শুনছিলাম। ওনার বোঝানোর পদ্ধতি এতই সুন্দর ছিল যে বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে গেছিলাম। তারপর আমি ওনাকে আমার রোল নং জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন তোমার রোল নং ৩০৩. আজ উনি আমাকে এতটাই স্নেহ করেন যে আমার রোল নং ওনার মুখস্ত হয়ে গেছে।

আমাদের শ্রেয়া ম্যাম (এখনকার H.O.D) খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন আমাদের সাথে। যখন আমি 4th সেমেস্টারে পড়ি, Internal পরীক্ষায় আমি CU-এর রেজিস্ট্রেশন নং আর রোল নং লিখতে ভুলে গেছিলাম। উনি কিন্তু রাগ করেননি, একটু বকেছিলেন শুধু। এই অভিজ্ঞতাটি আমি সারা জীবন মনে রাখব।

আমাদের দর্শন বিভাগের দুজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা, যথা - শর্মিষ্ঠা ম্যাম এবং ভাস্বতী ম্যাম-এর কথা বলার আগে ওনাদের প্রণাম জানাই। ওনাদের বোঝানোর পদ্ধতি অপূর্ব। গতবছর শর্মিষ্ঠা ম্যাম অবসর নিয়েছেন। ওনার অবসর নেওয়ার ঘটনাটি আমাকে খুবই দুঃখিত করেছিল। কিন্তু নিয়মের মধ্যেই পৃথিবী চলছে। এটাই বাস্তব। বাস্তব কঠিন হলেও মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এখন আমি বলব আমাদের দর্শন বিভাগের নবাগত শিক্ষক সুকান্ত স্যারের কথা। যিনি কিছুদিনের মধ্যে আমাদের কাছে তার বন্ধুত্বসুলভ আচরণের জন্য খুবই প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠেছেন।

আর কদিন-ই বা থাকব এই কলেজে? তবু মনে চিরদিন থেকে যাবে এই কলেজের স্মৃতি যা আজ পর্যন্ত আমার মনের মনিকোঠায় জমা হয়ে আছে। বাকি দিনগুলিতে অবশ্যই আরো স্মৃতি জমবে আমার মনে। সেই স্মৃতি নিয়েই আমি থাকতে চাই সারা জীবন।

Saccharine Trance

Arya Bhattacharya
English Department, 5th Semester

Drowsy eyes of tin catin to pointless dreams
As the blunt morning rushes in the sharp sunny beans
Suspiciously surprising are days like these
The pisto walls crumbled at a breeze.
Lilacs for the willow at the plight she meets
Staired pillows whisper of a frantic feat
When frenzy pleasures give into greed.
You sing my name all to well
Like your favourite album
A trip down your memory lane
You kept coming back like a dream
I wished to sleep in to see more,
A vintage monochromatic film.

Malignant August

Arya Bhattacharya
English Department, 5th Semester

My soul melts upon your sight
At each busy cross road
I search for your semblance
In the inky opaque subway mirrors,
In a crowd of unknown I hunt for the known.
Somber shades do curse my skin
In greys and London blue
where each hyacinth counts a peasly dew.
Upon the arch were sunset bleeds
To feed the hoits of heaven
At a lone restuary sights a ramen.
Bitter sky woke with silver dust
Limid memories astray in midnights rusk.
Beaming blindly in the Western Sky
An unripe cherub
Over his splintered arrow cries.

Relevance of Swami Vivekananda's Thought for Youth Today

Arnab Das
B.Sc. Economics, Honours

Swami Vivekananda, a spiritual leader,and philosopher was one of the most influential figures of the 19th Century. He considered a major force in the revival of Hinduism and the spread of its spiritual and philosophical teaching in the modern world. His teaching and thoughts continue to be relevant for people of all ages and backgrounds, particularly for the youth of today.

He had a significant impact on people during his visit to Chicago in 1893. He was one of the main speakers at the world's parliament of religions, which was held in conjunction with the Chicago world's fair. His speech at the event, in which he represented Hinduism, was widely praised for its eloquence and wisdom.

In his speech, Vivekananda spoke about the University of spritual thoughts and the need for tolerance and mutual understanding among people of different religions. He also spoke about the importance of the practical applications of spiritual principles in daily life. He said, "religion is not in books, nor in theories nor in dogmas, nor in talking, not even in measuring. It is being and becoming."

Vivekananda's message rewanted with many people in the audience, and he resonate received a standing ovation at his speech. He was subsequently invited to speak out several other venues in Chicago and around the United States, including at University and religious institutions. His lectures were well attended and he was often praised for his wisdom, insight, an ability to convey complex spiritual concept in a way that was easy to understand.

- **Swami Vivekanand Significance in Today's World :-**

Swami Vivekananda message of unity, tolerance and mutual understanding, regardless of the diversity of religions is of almost importance in today's world, where religious conflicts exterrism are ongoing issues. His teaching can help promote more peaceful and harmonious society, where different religions, cultures and ideologies are respected and valued.

Finally, Vivekananda's teaching can also inspire future generations to appreciate the rich spiritual heritage of India and to recognise the value of ancient spiritual traditions in today's world. He was one of the first individuals who highlight it the importance of Indian spiritual thadiars to the west and his teaching and efforts can continue to inspire the youth to preserve and promote the same.

In conclusion, the thoughts and teaching at Swami Vivekanand continued to be highly relevant to the youth today. His message of self-reliance, the unity of all religions and the importance of education are all important reasons that can help young people navigate the challenges and opportunities of the modern world. With that being said, that teaching of Swami Vivekananda have the potential to inspire future generations to lead more fulfilling and potential meaningful lives by developing their own inner strength and potential, serving others and promoting peace, unity and harmony in the world. As we continue to face many social and economic issues, we can look to the wisdom of this great spiritual leader for guidance and inspirations.

His speeches were covered widely in the American press, and many people were fascinated by his message of spiritual unity and the practical application of spiritual principals. His visit to United States helped to introduce the teaching of Vedanta, a non-distributive spiritual philosophy, to The Western world. Many people wear inspired by his message and went on to study Vedanta, and some even became his disciples.

His visit was also a turning point in his own life and he came back with a new vision for the nation as he said, "I came back with the new spirit and a new vision. I was convinced that I had a mission to fulfill to spread the spiritual knowledge of India to the west and to serve my country."

• His Teaching on Self-Reliance and Efforts :-

One of the most important messages that Swami Vivekananda important was the power of self Reliance and the importance of individual effort. He belived that true success and happiness can only be achieved by developing one's own abilities and to develop their own talents, rather than relying on external factor such as wealth or social status. He encouraged people to develop their own inner strength and to take responsibility for their own lives, rather than depending on others for guidance and support.

Third message is particularly relevant for young people today, who are often under pressure to conform to societal expectation and to chase material success. In a world where the emphasis is often on instant gratification and external valuation, Swami Vivekanand's message of self reliance of the importance at developing once own character and values.

• Swami Vivekanand Words :-

- "The man who works through freedom and love, cares nothing for results. But the slave wants his whipping; the servant wants his pay."
- "Our desires are constantly changing. The pleasures of the present will be the pain of the future, the loved hated, and so on."
- "The future is only the extension of the present."
- "In one's greatest hour of need one stands alone."
- "Act on the educated young man, bring them together, and organise them. Great things can be done by great sacrifices only. No selfishness, no name, no fame, yours or mine. Nor my masters even! Work,work the idea, the plan, my boys,my brave, noble good souls to the wheel, to the wheel put your shoulders!"

Mriduta Biswas
English (Hons.)

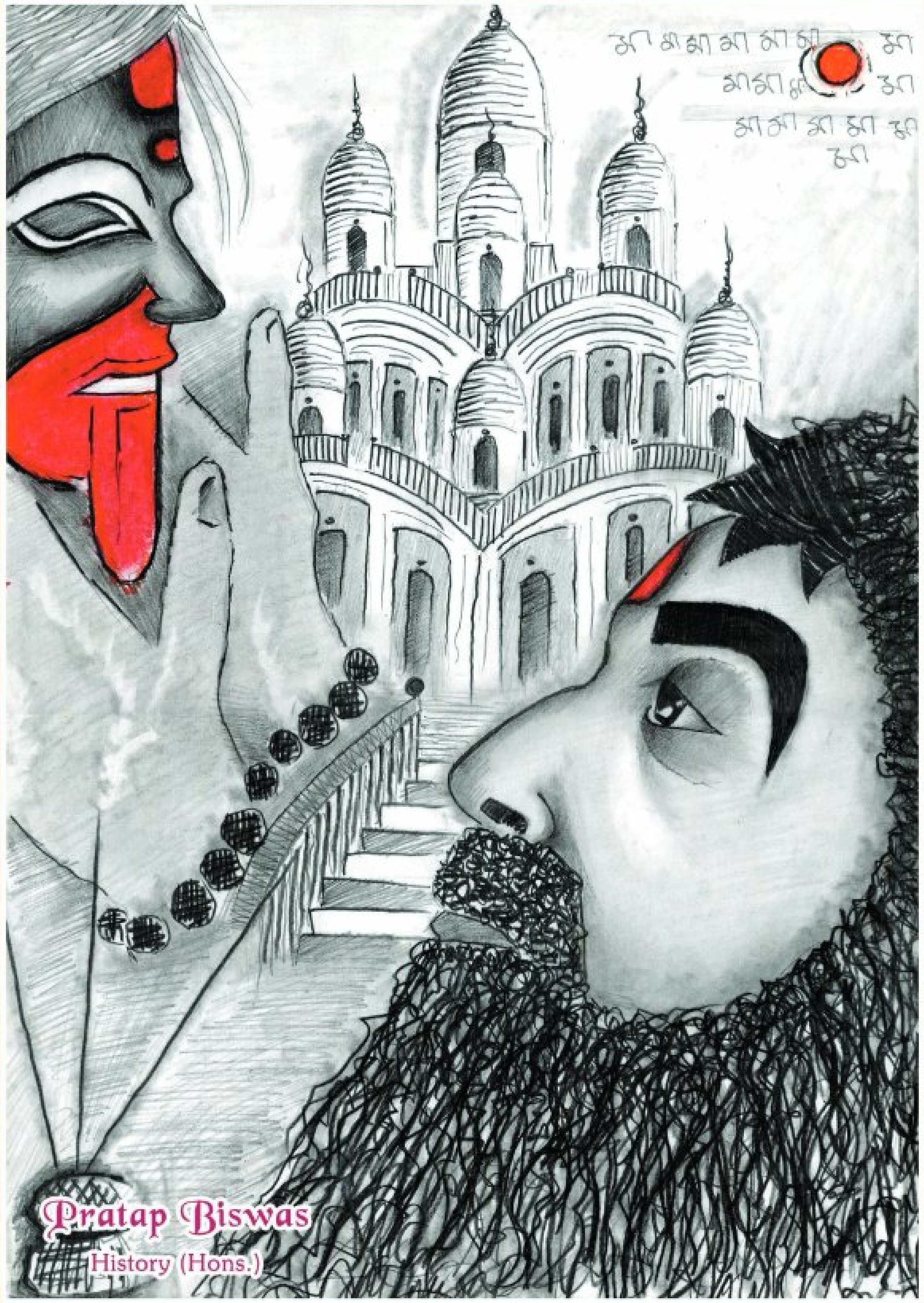
Pratap Biswas
History (Hons.)

यदि आ सको तो

डॉ सुमिता चट्टोराज
विभागध्यक्ष हिन्दी विभाग

आ सकते हो -
विश्वास कर,
डर कैसा?
वर्षों तक
साथीहीन रहना सीख गया हूँ मैं
सूने गगन की ओर ताक -
उदासी हवा में रोने की आवाज सुनना
जीवन की नीरसता स्पर्श कर -
दुखी मन से -
अनासक्ति को देखना।
आदत है -
खुद में खोकर खुद में समाना।
डरो मत -
तुम सभी आ सकते हो -
अब।
मेरे पास है भीड़ लगातार।

आँखें

जुही प्रजापति
हिन्दी ऑनर्स पंचम छमाही

बंद आँखे अंधेरे सी
गुमनाम कहानी दबी सी
यादें छिपी आँखो के पलकों तले
स्मृति सी छाई फिर भी कुछ परछाई।
आँखे सब बया करती है।
न कह कर भी सब कहा करती है।
चोट दिल को लगे तो
आँखे क्यूं सहा करती है।
मन के दर्द को आंसूओं से
धूला करती है
शोर में खामोशी का गिला करती
जाने क्यूँ आंखे सब कहती है।

सेहल कंवर

कुन्दन कुमार ठाकुर
हिन्दी ऑनर्स पंचम छमाही

विवाह हुआ कल
आज युद्ध में जाना था।
अपने राणा के कथनों का
रावत जी को मान बचाना था।।
कठिन बहुत है छोड़कर जाना
अपनी नवविवाहिता अर्धांगिनी को
कठिन है कुला पाना सेहल कंवर स्वाभिमानी को
करने मोह भंग अपने रावत का
देवी ने अपना मस्तक उतारा था।
दे दिया शीश स्मृति रुप में,
उसी क्षण रावत गुस्साया था।
मुंड बांध गले में रावत
उसी क्षण रण भूमि में आए थे।
मानो रावत स्वयं महाकाल बन
दुश्मनों पर मंडराए थे।

कलयुग का नशा

संजना कुमारी
हिन्दी ऑनर्स पंचम छमाही

चूर है सब मगरुर है सब
बस कलयुग के नशे में सराबोर है सब।
खो कर बुद्धी, जान और सदभाव, भोग विलास
के रंग में लिप्त है सब।
मर्द डूबे हैं वासना, सत्ता, पैसों के खेल में
औरतें व्यस्त हैं बस हुस्न और शौपिंग के
मेले में।
युवा हुई जर्जर और बर्बाद
बाहरी चमक दमक में।
अमीरी की होड़ मे गलत को भी बतलाते हैं सही,
झूठे मक्कारों को बनाते हैं दया की मूर्ति
लालसा मे आंखे मूँद गई है सबकी
सच्चों की खानी पड़ती है मुँह की।

एक और प्रयास

सुमीत शर्मा
हिन्दी ऑनर्स प्रथम छमाही

क्यों है तू निराश,
क्या बही है तेरे पास,
कर ले एक और प्रयास!
कर ले एक और प्रयास!

इतनी जल्दी क्यों थक गए,
चलना तुझे अभी कोसों है,
तू वीर है पुरुषार्थ कर,
कर ले एक और प्रयास!
कर ले एक और प्रयास!

सफर मुश्किल भी क्यों न हो,
धैर्य तू मत खो,
कर ले एक और प्रयास!
कर ले एक और प्रयास!

सपना अगर हो बड़ा,
संघर्ष भी होगा बड़ा,
वही जितेगा जो प्रयास करेगा,
कर ले एक और प्रयास!
कर ले एक और प्रयास!

जब दिन रात का ठिकाना न हो,
तब जाकर मिलेगी सफलता,
अगर जिन्दगी में होना है कामयाब,
कर ले एक और प्रयास!
कर ले एक और प्रयास!

आजादी

राखी भौमिक
हिन्दी ऑनर्स प्रथम छमाही

पंछी है कैद अगर,
तो उड़ने में कर मदद तू।
रात है काली अगर,
दिया जला कर रौशन कर तू।
बीत गए कई साल रुढ़िवादी विचारों
में उलझ कर,
सुलझा मन के भाव तू।
औरत, आदमी या हो कोई बच्चा,
सबके जीवन का कर सम्मान तू।
तोड़ दे दीवारें सारी,
आगे बढ़े विजयी राह पर।
उन वीरों ने क्या पाया,
अगर तू अब भी डर में खोया।
उठ जा तू, छू ले आसमान,
आजाद पे है सबका हक।

सांसारिक मोह

पूजा कुमारी साव
हिन्दी ऑनर्स प्रथम छमाही

इस पूरे संसार मे कौन आता है, कौन अपने प्राण का त्याग करके जाता है, इसका अनुमान तो हम स्वयं भी नहीं लगा सकते हैं। फिर भी किसी वस्तु या किसी अन्य चीज का लोभ रखते हैं हम मनुष्य, क्योंकि हम सब अपने जीवन के मार्ग से भटके हुए मनुष्य हैं। अकसर हमें स्वयं पता नही होता हमें करना क्या है या हमारा लक्ष्य क्या है एवं हमारे लिए क्या सही हो सकता है। यह तो किसी को ज्ञात नहीं कि हमारा किस लक्ष्य के लिए जन्म हुआ है। जो हमें ठीक लगता है जिसमें हमारा लाभ हो रहा है, उसी चीज को लक्ष्य मान लेते हैं। हमारे जीवन में केवल यही महत्वपूर्ण नहीं कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं बल्कि यह है हम किस तरह जीवित रह सकते हैं। मनुष्य जीवन का बड़ा मोल है। पर कुछ लोग सांसारिक, मोह, माया, अहंकार, अभिमान में आकर अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उस मोह के बंधन में बंध जाते हैं। इतना डूब जाते हैं कि हमें हमारी गलतियाँ भी नजर नहीं आती हैं। पर हमें कभी यह ज्ञात नहीं इसका परिणाम क्या होगा। हमारे सामने जो आज है वो कल नहीं रहेगा हम सब बात भूल जाते हैं अहंकार के कारण। क्या हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम इस सांसारिक मोह माया में बंधे रहे। क्या हम कभी निस्वार्थ कोई काम नहीं कर सकते किसी को बिना बोले उसकी बात नही समझ सकते, क्या हममें इतनी भी अच्छाई नहीं बची है, अपनी अच्छाई तो सभी को दिखती है। क्या हम किसी दूसरे की अच्छाई नही देख सकते हम जिस चीज की चाह रखते हैं वो तो कुछ क्षण की खुशी दे सकता है और सुखी भी कुछ क्षण की ही रहेगी। कोई तन से दुखी हैं तो कोई मन से दुखी। धन नहीं होता तो परेशान रहते है ये। मनुष्य इसी धन को प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के परिश्रम करते हैं। हमें तो इतना तक ज्ञात नहीं कि यह धन बस रह जाएगा। कोई अपने साथ कुछ नहीं रख सकता जीवन भर के लिए, क्योंकि एक न एक दिन हमे सब चीज का त्याग करना पड़ता है। लोगों के लिए धन ही उसकी खुशी का मात्र लक्ष्य बन गया है अकसर हम जैसा सोचते है। वैसा कभी नहीं होता है। चाहते तो बहुत कुछ हैं हम पर कुछ हासिल नहीं होता है। यही तो जीवन है। हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं पर वो रहता तो हमारे ही पास है पर सांसारिक मोह के कारण कुछ नहीं दिखता। हमें यह सब का त्याग करना चाहिए तभी हम अपनी और दूसरों की भावना को समझ सकते हैं क्योंकि सच्चा व्यक्ति सुन्दरता से नहीं दूसरो के कारण जाने जाते हैं।

संस्कार

खुशी शाव

हिन्दी ऑनर्स प्रथम छमाही

बिना संस्कार के शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। शिक्षा हमें धन दौलत और प्रसिद्धि दिला सकती है पर उन्हें संभाल कर रखना संस्कार ही सिखा सकते हैं। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से पर सिद्ध होती है उसके व्यवहार से। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है, जिसे जितना ज्यादा अपनाओगे, आपकी चमक उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, जीवन में इंसान को सभ्य और जीवन को सुखी बनाते हैं। शिक्षा और संस्कार जीवन को जीने के मूल मंत्र हैं, शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगें।

गाड़ी मे अगर ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है, वैसे ही जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है।

स्त्री बोध

श्रेया सिंह

छोटी थी तो माँ बाबा को, 'बेटी नही बेटा है हमारा कहते कई बार सुना था'।

खुद पर बड़ा गर्व होता था, जब कंधे पर शाबाशी और कह 'शेर' बुलाई जाती थी।

समय ढला, कुछ बड़ी हुई मैं अब अभिप्रेरणा मुझे दी जाती थी, झांसी की 'मर्दानी' राणीसा बनना, हर मुश्किल से डट कर लड़ना।

इसी सोच के संम बढ़ी हुई थी, सो कुछ बदला था मेरा स्वभाव। घड़ी आई और अब करना था सामना दुनिया का मुझको, तो झुक कर मैने कृपा याचना में मांगा था सुख, समृद्धि और पुरुषार्थ।

अब जो कुछ दुनिया को समझा है, एक सवाल हमेशा रहता है – क्या बुराई है लड़की सा होने में?

बेटा नही बेटी कहलाने मे शेर सा दहाड़ ना हो कर रोश्नी सी माँ होने में जो दु:ख में ना बिखरी वो विधवा झांसी की महारानी थी, गलत समझा रखा है तुमको वो मर्द सी नही बल्कि मर्दन करने वाली थी। पुरुषार्थ जो था राम में, विवेक शीलता तो सीता मे भी थी।

अब जाकर सही समझ में आया सामाजिक बराबरी का मतलब क्या है। स्त्री को बनाना शस्त्र नही स्त्री मै ही शक्ति (माँ दुर्गा) है बस इतना बोध कराना था।

स्त्री होने का अर्थ जो जाना मैने तो कुछ और (पुरुष) बनना ही छोड़ दिया।

वो श्री हरी की श्री होने का, वो शिव जी की शक्ति होने का, वो 'स्त्री' होने का आत्मबोध तो मुझे अभी हुआ है।

Published by :
Dr. Amita Mazumdar, *Teacher-in-Charge*
Maharaja Manindra Chandra College
Phone : 2555-4562 / 2555-5565 • Email : mrs_197@yahoo.com • Website : www.mmccollege.co.in
Printed by :
JPS Infomedia • Kolkata-46 • 7980577567